ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-165 ■ 24 March, 2025 ■ আগরতলা ২৪ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ১০ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে সমস্ত রকমের আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত টিএসএফের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। ককবরক ভাষায় রোমাণ হরফ ব্যবহারের দাবিতে সমস্ত রকমের আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল টিএসএফ। রবিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলের নেতৃত্বরা। উল্লেখ্য গত ২১ মার্চ থেকে ককবরক ভাষায় রোমান হরফ ব্যবহারের দাবিতে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিল টিএসএফ। রাজধানীর সার্কিট হাউস এলাকাতেও গোটা দিন অবরোধ চলে। রবিবার বন্ধ থাকার পর সোমবার আগরতলায় সার্কিট হাউসে মহা জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে সমস্ত রকমের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিল টিএসএফ।

রবিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে টিএসএফের নেতৃত্বরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। টিএসএফের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন টিএসএফের সাধারণ সম্পাদক হামলু জমাতিয়া, টিএসএফের প্রাক্তন নেতৃত্ব রাজেশ্বর দেববর্মা, জন দেববর্মা, বিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হামলু জমাতিয়া জানিয়েছেন, টিএসএফের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। পাশাপাশি তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে তারা আপাতত সমস্ত রকমের আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন। তবুও কমিটি গঠন করে এই বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত ২১ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বনধের ডাক দিয়েছিল টিএসএফ। বন্ধ ছিল জাতীয় সড়ক। এই বনধের ফলে যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল সাধারন নাগরিককেও। এদিকে এই প্রসঙ্গে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনেও আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে দেখবেন বলেও জানিয়েছেন। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে বলেও আশ্বস্ত করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতেও টিএসএফের তরফ থেকে বনধ প্রত্যাহার করা হয়নি। শনিবার টিএসএফ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জানায়, আগামীকাল অর্থাৎ ২৪ শে মার্চ এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বনধ প্রত্যাহার করা হবে না বলেই জানানো হয়েছিল। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে ভরসা রেখেই আজ সন্ধ্যায় এই বনধ প্রত্যাহার করল টিএসএফ।

উল্লেখ্য, এই অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কে আটকে পড়েছিল দূরপাল্লার গাড়ি। অ্যাম্বুলেন্স

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট বিজেপি সরকারের প্রতারণার দলিল ঃ প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। ২০২৫ - ২৬ অর্থবছরের বাজেটকে বিজেপি সরকারের প্রতারণার দলিল বলে অভিহিত করলেন প্রদেশ কংগ্রেস প্রবক্তা, প্রবীর চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, ২০১৪ সালের পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় বাজেট সমূহের ন্যায়, রাজ্য সরকার ২০১৮ সাল থেকে প্রতিবছর যে বাজেট পেশ করে আসছে তা প্রায় সবক্ষেত্রেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মত জুমলা, অসত্য তথ্য, গালভরা প্রতিশ্রুতি, শ্রুতি মধুর কিছু প্রকল্প ঘোষণা। পরবর্তী দিনগুলিতে এগুলির অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ২০২৫- ২৬ অর্থবছরের রাজ্য বাজেট নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রদেশ কংগ্রেস প্রবক্তা প্রবীর চক্রবর্তী।

তিনি বলেন এই বাজেটে শুধুমাত্র সাধারণ জনগণকে প্রতিবারের ন্যায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কোন অংশে এই বাজেট সাধারণ মানুষের হিতে নয়। এই বাজেটে বেশ কিছু তথ্যের অমিল রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

তাঁর কথায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৩২ হাজার ৪৩০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বাজেট বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় ১৬.৬১ শতাংশ বেশি বলে অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন। যদিও প্রকৃত তথ্য হচ্ছে গত বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় বৃদ্ধি মাত্র ৭.২ শতাংশ। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় এই বৃদ্ধি একেবারেই সামান্য বলেই দাবি করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রবক্তা প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি আরো বলেন, এই বাজেটে রেশন সামগ্রীতে ভর্তুকি দেওয়ার কোন কথা উল্লেখ নেই। এছাড়াও আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড ডে মিল সহ স্কিম ওয়ার্কারদের বেতন বৃদ্ধির কোন বরাদ্দ নেই। বিজেপি সরকারের প্রতারণার দলিল বলেই এই বাজেটকে অভিহিত করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস প্রবক্তা। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

পুলিশের মারে গুরুতর আহত পুলিশ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ মার্চ।। এসআই"র মারে গুরুতর আহত হয়েছে এক এসপিও জওয়ান। ঘটনা খোয়াই গণকি পুলিশ লাইনে। আহত এসপিও জওয়ানের নাম ভোলা দাস। বর্তমানে সে খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, রাতের খাবার খেতে এসপিও জওয়ান ভোলা দাস মোবাইলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখনই এসআই রামকৃষ্ণ দাস পেছন থেকে কাউকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। ভোলা দাস এ ধরনের ভাষা প্রয়োগ করতে বাধা দান করায় খেপে যান এস আই রামকৃষ্ণ দাস, এমনটাই অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে ভোলা দাসকে গোপনাঙ্গে লাথি মারেন এসআই রামকৃষ্ণ দাস, এমনটাই অভিযোগ। যদিও সেখানে উপস্থিত অন্যান্য জওয়ানরা ভোলা দাসকে সেখান থেকে চলে যেতে বললে সে তার রুমে চলে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেকেই শারীরিক অসুস্থতা শুরু হয় তার। প্রচন্ড ব্যথায় রাতেই সে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে। কিন্তু রাত বাড়তে থাকলে তার শারীরিক অসুস্থতা আরো বৃদ্ধি পায়। পরে আজ সকালে সে খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়।। বর্তমানে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসাধীন এসপিও জওয়ান ভোলা দাস।

এসপিও জওয়ান ভোলা দাসের দাবি, এ ধরনের ঘটনা এর আগেও সংঘটিত হয়েছে। আরো অন্যান্য জওয়ানদেরকেও মারধর করেন এসআই রামকৃষ্ণ দাস। ইতিমধ্যেই লিখিত অভিযোগ করেছে ভোলা দাস। এসআই রামকৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

শ্বশুরবাড়িতে জামাতার গুলি চালানো নিয়ে চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন কুইশ্যার টিলা এলাকায় শনিবার সন্ধ্যায় এক জামাতার গুলি চালানোর ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত জামাতার নাম অভিজিৎ দাস, তিনি সাউথ পুলিনপুর এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, অভিজিৎ দাস শনিবার সন্ধ্যায় পিস্তল হাতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী এবং শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে অভিজিৎ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অভিজিৎ মাদকাসক্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে তার স্ত্রীকে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে জনসংখ্যার ৪০ ভাগ ওবিসির অধিকাংশই বঞ্চিত ঃ পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। ত্রিপুরায় প্রায় ৪০ শতাংশ ওবিসি জনসংখ্যা রয়েছে, তবে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সকলের সমান নয়। বেশিরভাগ ওবিসি জনগণ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এখনও অব্যাহত। মাইনরিটিজ মঞ্চ-এর উদ্যোগে এক কনভেনশন একথা বলেন পবিত্র কর।

রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে ওবিসি ,এসসি এন্ড মাইনরিটিজ মঞ্চ-এর উদ্যোগে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা প্রেস ক্লাবে ওবিসি ,এসসি এন্ড মাইনরিটিজ মঞ্চ-এর উদ্যোগে রবিবার বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনে ওবিসি ব্যক্তিদের সম্মাননা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই এম নেতৃত্ব পবিত্র কর, ওবিসি নেতৃত্ব সুব্রত ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম নেতা পবিত্র কর বলেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ওবিসিদের চিহ্নিতকরণ করা হয়েছিল। রাজ্যে ৪০ শতাংশ মানুষ ওবিসি সম্প্রদায় ভক্ত। বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই ওবিসি ভুক্ত জনগণকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান শুরু হয়েছিল। ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ চালু করার বিষয়ে সাংবিধানিক কিছু বাধ্যবাধকতা থাকায় তা চালু করা যায়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ওবিসি সম্প্রদায়ের জনগণের জন্য সংরক্ষণ চালু করা হবে। বিধানসভায় বিল পাস করানোর মধ্য দিয়ে এসব সুযোগ সুবিধা চালু করার সংস্থার রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার ওবিসি অফিসের মানুষের জন্য কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং জনগণকে আরো আন্দোলন মুখী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পবিত্রবাবু।

মশা, মাছির উপদ্রবে অতিষ্ট হয়ে পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ করে দিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। মশা মাছির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ করে দিলো এলাকার জনগণ। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ। কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও কোন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এমনটাই অভিযোগ। বাধ্য হয়ে সমস্ত এলাকাবাসী পোল্ট্রি ফার্ম বন্ধ করে দেন। ঘটনা গোলাঘাটি মারাকপাড়া এলাকায় রবিবার দুপুরে।

জানাযায় ২০১৯ সালে ২৫ ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন গোলাঘাটি মারকপাড়া এলাকায় অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি হয় ত্রিপুরেশ্বরী পোল্ট্রি ফার্ম উদ্বোধন হয়েছিলো। কিছুদিন পর সেই পোল্ট্রি ফার্মটি বন্ধ হয়ে পড়ে। হঠাৎ বেশ কয়েক মাস পূর্বে এলাকাবাসীর অজান্তে ত্রিপুরেশ্বরী পোল্ট্রি ফার্মটি ফার্মটি চালু করেন। অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি ত্রিপুরেশ্বরী পোল্ট্রি ফার্মে মোরগের মলমত্র সঠিকভাবে রাখার কোন জায়গা নেই। ফার্মের মুরগির ডিম পচন থেকে শুরু করে মলমত্র থেকে এলাকায় প্রচুর মশা মাছির উপদ্রব বেড়েছে। এই মাছির উপদ্রবে এলাকায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তিরা। ফার্মের কর্তৃপক্ষদের জানানোর পরও এলাকায় মাছির উপদ্রব হাত থেকে লোকেদের রক্ষায় কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না।

প্রতিনিয়ত এলাকার বাড়ি ঘরে শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তিদের মশারী টাঙিয়ে ঢেকে রাখতে হয়েছে। অতিষ্ঠ এলাকার জনগণ একত্রিত হয়ে রবিবার অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি সে পোল্ট্রি ফার্মে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আধিকারিকরা এসে এলাকাবাসীকে সেই দুর্গন্ধ এবং মাছির উপদ্রব থেকে যেন রক্ষা করে। অন্যথায় এলাকাবাসী বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

কার্ড ডিজিটাল করার উদ্যোগ নিয়ে উদ্বেগ রেশন ডিলারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে রেশন কার্ডের সাথে আধার কার্ড লিংক করার সময়সীমা নির্ধারণ করেছে খাদ্য দপ্তর। এছাড়া, রাজ্য সরকার 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রথম রাজ্য হিসেবে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রেশন কার্ডের সুবিধাভোগীরা দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে রেশন নিতে পারবেন। তবে, রাজ্য সরকারের এই মহৎ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন রেশন ডিলাররা জানিয়েছেন, রাজ্যের অধিকাংশ রেশন ভোক্তা এখনও কেওয়াইসি (ঙ্কুঙ্খ) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি। তাদের আশঙ্কা, সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই যদি কেওয়াইসি সম্পন্ন না হয়, তবে প্রকল্পের সুফল ভোগ করতে পারবেন না অনেকেই। ত্রিপুরার রেশন ভোক্তাদের কাছে রেশন ডিলাররা অনুরোধ জানিয়েছেন যে, অতিশীঘ্রই কেওয়াইসি সম্পন্ন করার জন্য রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। তা না হলে, সময়সীমার মধ্যে আধার লিংকিং এবং 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

১৪ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ নিয়ে পালাল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন কালিটিলা এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল, দিন দুপুরে, অজ্ঞাত চোরেরা অংশুমান দত্ত নামে এক ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের ঘর থেকে প্রায় ১৪ লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালংকার এবং নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায়।

জানা যায়, অংশুমান দত্ত, যিনি তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কর্মরত, তার স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে শশুর বাড়িতে বেড়াতে যান। সন্ধ্যার আগে যখন তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন, তখন ঘরের আলমিরা ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পান। আলমিরায় রাখা মূল্যবান স্বর্ণালংকার ও নগদ অর্থ নেই। বিষয়টি জানাজানি হতে এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। তবে, ঘটনার পর থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। একাধিক বাসিন্দা অভিযোগ করেছেন, গত কিছুদিন আগে কালিটিলা এলাকায় বিবেকানন্দ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে চুরি সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু পুলিশ এখনও সেই চুরির কিনারা করতে পারেনি।

এদিকে, স্থানীয়দের ধারণা, নেশাখোরদের যোগসাজশে এই চুরির ঘটনা ঘটতে পারে। এলাকার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় বিধায়ক আসনে যুবরা

রাজ্য ভিত্তিক যুব সংসদ প্রতিযোগিতার সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। যুবদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ হবে। তাই সংসদীয় ব্যবস্থা ও রীতিনীতি সম্পর্কে যুবদের আরো অবগত করার প্রয়োজন রয়েছে।

রবিবার ত্রিপুরা বিধানসভার হলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক বিকশিত ভারত যুব সংসদ প্রতিযোগিতার সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা বিধানসভার ব্যবস্থাপনায় এই কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৯ সালে দেশের ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী যুবদের সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত করার জন্য প্ল্যাটফর্ম দেওয়া হয়।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৪ মার্চ,২০২৫ ইং
১০ চৈত্র, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ইন্দো বাংলা টানাপোড়েন

বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়া এখনো ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে টানাপোড়েন অব্যাহত রহিয়াছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ভারতে অবস্থানকারী সে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যাবর্তনের জন্য নানা কৌশলে চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার কোন ধরনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করিতে চাইছে না। তাতে বাংলাদেশ রীতিমতো সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। বিষয়টি নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে তিক্ততা অব্যাহত থাকিলেও নানা কারণে বাংলাদেশ ভারতের উপর বিশেষ কোনো চাপ সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না। কারণ বাংলাদেশ সরকার ভারত হইতে নানা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানি করিতে বাধ্য। চীন কিংবা পাকিস্তান হইতে এইসব সামগ্রী আমদানি করিতে গিয়া বাংলাদেশ নানাভাবে সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। জিহাদেরবশে বাংলাদেশের একাংশের জনগণ ভারতের পণ্য বয়কটের চিন্তাধারা করিলেও তাহাদের সেই প্রয়াস পুরোপুরি ব্যর্থ হইয়াছে। কূটনৈতিক পর্যায়ে ভারত বাংলাদেশের উপর এসব বিষয় নিয়া চাঁদ সৃষ্টি অব্যাহত রাখিয়াছে। এসব বিষয় নিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জানাইয়াছেন পদ্মাপাড়ের দেশে হাসিনা-বিরোধী আন্দোলন শুরুর আগে থেকেই তার আঁচ পাইয়াছিল নয়াদিল্লি! বলিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বিদেশমন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটির কাছে এমনটাই দাবি করিয়াছেন তিনি। কিন্তু আগে থেকেই হাসিনাকে গদিচ্যুত করা আন্দোলনের আভাস পাওয়া সত্ত্বেও কেন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি ভারত? এই প্রশ্নের উত্তরে বিদেশমন্ত্রী জানাইয়াছেন, এই প্রসঙ্গে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করিবার ছিল না তাঁহাদের পক্ষে। এই প্রসঙ্গে তিনি রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিভাগের প্রধান ভলকার টার্কের সাম্প্রতিক মন্তব্যের কথা তুলিয়া ধরিয়া জানান, রাষ্ট্রসংঘও হাসিনা বিরোধী বিক্ষোভ চলাকালীন নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছিল সেদেশের সেনাকে। এর পাশাপাশি জয়শঙ্কর এই ব্যাপারে চিনের ওপরেও দায় চাপাইয়াছেন। তিনি দাবি করেন, বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি সৃষ্টির পেছনে চিনেরও ভূমিক ছিল।গত ৫ অগাস্ট গণ অভুথ্যানের জেরে দেশ ছাড়া হইতে হইয়াছিল শেখ হাসিনাকে। বর্তমানে তিনি ভারতের কূটনৈতিক আশ্রয়ে নয়াদিল্লিতে রহিয়াছেন। যদিও হাসিনাকে দেশে ফেরাইতে নয়াদিল্লির ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টায় কোনও কসুর রাখেনি ইউনূস সরকার। এই প্রসঙ্গে ইন্টারপোলেরও দারস্থ হইয়াছেন তাঁহারা।অপরদিকে এপ্রিল মাসের ২ থেকে ৪ তারিখ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হইতে চলা বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার কথা রহিয়াছে মোদির। যাওয়ার কথা রহিয়াছে ইউনূসের। তবে কি সেখানেই আন্তর্জাতিক সামিটের ফাঁকে তাঁহাদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হইতে পারে! সাংবাদিক সম্মেলনে এই প্রশ্নের উত্তরে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান যে, তাঁহার কাছে আপাতত এমন কোনও তথ্য নাই। ধারণা করা হইতেছে দুই পাক্ষিক বৈঠক হইলে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত আলোকপাত করিবেন। এমনকি এই সমস্যা সমাধানের পথ প্রসারিত হইতে পারে বলিয়াও মনে করা হইতেছে।

নিলামে দল না পাওয়া ক্রিকেটারকে নিল লখনউ, মাঠে নামার ৪৮ ঘণ্টা আগে সই করাল গোয়েনার দল

আইপিএলের নিলামে দল পাননি শার্দূল ঠাকুর। তবে প্রতিযোগিতা শুরুর দিনই তাঁকে ডেকে নিল একটি দল। মুম্বইয়ের অলরাউন্ডারকে দলে নিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। মহসিন খানের পরিবর্ত হিসাবে নেওয়া হয়েছে শার্দূলকে। মাঠে নামার ৪৮ ঘণ্টা আগে সই করানো হয়েছে তাঁকে।চন্ডনন্ত্বন্ত্রত্রদ্র

সোমবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে লখনউ। তার আগে দল গুছিয়ে নিলেন লখনউ কর্তৃপক্ষ। চোটের জন্য এ বারের আইপিএলে খেলার সম্ভাবনা নেই মহসিনের। তিনি এখনও বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে খবর, মহসিন এখন ৫০ শতাংশ ফিট। মাঠে নামতে আরও পাঁচ থেকে ছ'সপ্তাহ লাগতে পারে তাঁর। তাই ঝুঁকি না নিয়ে শার্দূলের সঙ্গে চুক্তি করলেন লখনউ কর্তৃপক্ষ। ২ কোটি টাকা দিয়ে দলে নেওয়া হয়েছে মুম্বইয়ের ক্রিকেটারকে। শনিবার বিকালে ফিটনেস রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর সই করানো হয়েছে শার্দূলকে।

বিশাখাপত্তনমে প্রথম ম্যাচ খেলবে লখনউ। শার্দূলও সেখানে গিয়েছেন ঋষভ পন্থদের সঙ্গে। মনে করা হচ্ছে দিল্লির বিরুদ্ধে তিনি এবং শামার জোসেফ ভাগ করে নেবেন নতুন বল। শার্দূল যোগ দেওয়ায় লখনউয়ের ব্যাটিং গভীরতাও বৃদ্ধি পাবে।

জোরে বোলারদের নিয়ে বেশ সমস্যায় রয়েছে সঞ্জীব গোয়েনার দল। চোটের জন্য এখনও অনিশ্চিত ময়ঙ্ক যাদবও। আকাশ দীপ, আবেশ খানেরাও চোট সারিয়ে সবে মাঠে ফিরেছেন। সব মিলিয়ে জোরে বোলিং আক্রমণ নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার, মেন্টর জাহির খানেরা।

রাত জেগে অনুশীলন ধোনির! আইপিএলে মাঠে নামার আগে জানালেন সতীর্থ

আইপিএলে মাঠে নামার আগে প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছেন না মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। রবিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে তাঁর চেন্নাই সুপার কিংস। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে প্রস্তুতিতে ডুবে মাহি। গুরুত্ব দিচ্ছেন ব্যাটিংয়ে।চন্ডনন্ত্বন্ত্রত্রদ্র

এখন সারা বছর ক্রিকেট খেলেন না ধোনি। আইপিএলের দু'-আড়াই মাস তাঁর সঙ্গে ব্যাট-বলের সম্পর্ক। তাই আলাদা ভাবে প্রস্তুতি নেন। দলের সঙ্গে অনুশীলন শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘ সময় নেটে সময় কাটান। নেট বোলারদের নিয়ে ব্যাটিং অনুশীলন চালিয়ে যান। কোনও কোনও দিন গভীর রাত পর্যন্ত চলে তাঁর অনুশীলন। চেন্নাইয়ের অলরাউন্ডার সাম কারেন জানিয়েছেন ধোনি প্রস্তুতির কথা।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হোসেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কারেন বলেছেন, "ধোনি গভীর রাত পর্যন্ত অনুশীলন করে। রবীন্দ্র জাডেজাও দীর্ঘ সময় অনুশীলন করেন। আমিও কয়েক দিন ওদের সঙ্গে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অনুশীলন করেছি। জানি না বিশ্বের আর কোথায় এমন সুযোগ পাওয়া যায়। মাঠের সব আলো জ্বলছিল। আর আমরা ব্যাটিং অনুশীলন করছিলাম।" ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার আরও বলেছেন, "আমাদের দলের সঙ্গে বেশ কয়েক জন স্থানীয় ক্রিকেটার রয়েছে। ওরাও রাত পর্যন্ত বসে থাকে ধোনির অনুশীলন দেখার জন্য। রাতের দিকে ধোনি বড় শটগুলো অনুশীলন করে। মানুষটার এমনই আকর্ষণ। ওর সঙ্গে কথা বলা খুব সহজ। খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ। সেই জন্যই মনে হয় ক্রিকেটজীবনের বড় বড় মুহূর্তগুলোতেও নিজেকে শান্ত রাখতে পেরেছিল। ধোনি মাঠে কখনও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বলে মনে হয় না।" ২০২০ এবং ২০২১ মরসুমেও চেন্নাইয়ের হয়ে আইপিএল খেলেছিলেন কারেন। এ বার আবার তাঁকে নিয়েছে চেন্নাই। পুরনো দলে ফিরতে পেরে খুশি তিনি। ৪৩ বছর বয়সেও ধোনির কঠোর প্রস্তুতি তাঁকে অবাক করছে।

শারীরিক অসুস্থতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য

আমাদের অনেকেরই আমাদের জীবনের কোনো না কোনো সময় একটি গুরুতর বা জীবন পরিবর্তনকারী শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিবে। এই অসুস্থতা এবং এর চিকিৎসা উভয়ই আমাদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই তথ্যটি এমন যেকোন ব্যক্তির জন্য যার শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে যা তাদের নিজের এবং যারা তাদের যত্ন নেয় তাদেরও মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে।

শারীরিক অসুস্থতার প্রভাব কী?

একটা শারীরিক অসুস্থতা থাকা বা বিকাশ করা আপনার জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে। এটা আপনার বাস্তব জীবনের অংশগুলোকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন: কাজ — আপনি হয়তো দেখতে পাবেন যে আপনাকে কাজ বন্ধ করতে হবে, কম কাজ করতে হবে বা চাকরি পরিবর্তন করতে হবে। দৈনন্দিন কাজ - আপনি যে কাজগুলো উপভোগ করেন সেগুলোতে অংশ নেওয়া বা আপনার পছন্দ মতো বন্ধু এবং পরিবারের সাথে দেখা করা আপনার পক্ষে কঠিন হতে পারে। আপনি নিজে যে কাজগুলো করতেন তা করার জন্য আপনার বন্ধু, পরিবার বা বিশেষজ্ঞ পরিষেবার সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। আর্থিক - শারীরিক অসুস্থতা বিভিন্ন কারণে আপনার অর্থের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মেডিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যাতায়াতের খরচ অথবা আপনার নিজের জন্য নিজেকে বা যারা আপনাকে সহায়তা করে তাদের কাজ কর্ম কম করতে হয়। হাসপাতালে সময় কাটানো — আপনাকে হাসপাতালে কিছু চিকিৎসা নিতে হয় বা অপারেশন করাতে হতে পারে। এর অর্থ হবে বাড়ি এবং আপনার স্বাভাবিক সহায়তার নেটওয়ার্ক থেকে দূরে সময় কাটানো।

শারীরিক অসুস্থতা আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতির উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে: মানসিক চাপ - বোধগম্যভাবে, শারীরিক অসুস্থতা আপনাকে ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করতে পারে, এবং বর্তমান সম্পর্কে মানসিক চাপ অনুভব করাতে পারে। আপনি কিছু জিনিস সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফলাফল, বা যদি আপনাকে হাসপাতালে যেতে হয় তবে শিশু যত্নের ব্যবস্থা করা। নিজের সম্পর্কে অনুভূতি - শারীরিক অসুস্থতা আপনাকে আপনার শরীর এবং আপনার জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর অনুভূতি দিতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা সাধারণত এমন কিছু নয় যা আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। এটি বিরক্তিকর এবং হতাশাজনক হতে পারে। সম্পর্ক - শারীরিক অসুস্থতা আপনাকে একাকী এবং বন্ধুবান্ধব ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করাতে পারে। তাদের উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত না করার জন্য আপনি তাদের সাথে কেমন অনুভব করছেন তা শেয়ার করতে চান না। অথবা আপনি যা করছেন তা শেয়ার করে নিতে চাইলেও কিন্তু আপনার মনে হয় যেন তারা বুঝতে পারে না। পৃথিবীটাকে বোঝা — অসুস্থ হয়ে পড়া আপনাকে আপনার চারপাশের পৃথিবীটা নিয়ে এবং ন্যায্য ও সঠিক কী তা আপনার বোঝার বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। কিছু লোক এটা তাদের আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে বলে মনে করে। যদি শারীরিক অসুস্থতা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তাহলে সহায়তা উপলব্ধ আছে। শারীরিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী লোকেরা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সহায়তার প্রয়োজন কিনা তা জানতে চাইবেন। তারা আপনাকে সহায়তা করতে পারে এমন অন্যান্য বিশেষজ্ঞ বা সংস্থার কাছে রেফার করতে সক্ষম হবে। আমার শারীরিক অসুস্থতা আমার মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করছে কিনা তা আমি কীভাবে বলতে পারি? আপনি কে এবং আপনার জীবনে কী ঘটছে তার উপর নির্ভর করে, শারীরিক অসুস্থতা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে। আমরা এখানে প্রতিটা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা কভার করার চেষ্টা করব না, তবে নিচে কিছু লক্ষণ আছে যা আপনি দেখতে চাইতে পারেন।

উদ্বেগ আপনি যদি উদ্বেগের সম্মুখীন হন তবে আপনি দেখবেন: আপনি সব সময় উদ্বিগ্ন বোধ করেন, একটা বিষয়ে বা অনেকগুলো বিভিন্ন বিষয়ে আপনি স্বস্তি বোধ করতে পারবেন না আপনার হৃৎপিণ্ড কত দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে, আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস বা হজমের পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করবেন।

আপনি আমাদের উদ্বেগ সম্পর্কিত সংস্থান পড়ে উদ্বেগের লক্ষণ সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন।

মানসিক অবসাদ আপনি যদি মানসিক অবসাদে ভোগেন, তবে আপনি দেখবেন: আপনি বেশিরভাগ বা সব সময় খুব অসুখী বোধ করেন আপনি ক্লান্ত, অস্থির বোধ করেন এবং আপনার ঘুম, খাদ্য বা যৌনতার আগ্রহের পরিবর্তন লক্ষ্য করেন আপনি অন্য লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে চান না। আপনি আমাদের মানসিক অবসাদ সম্পর্কিত সংস্থান পড়ে মানসিক অবসাদের উপসর্গ সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন।

অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার শারীরিক অসুস্থতা বা আঘাতের সম্মুখীন হলে আপনার চিন্তিত, মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত বা বিচলিত বোধ করা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য। কঠিন পরিস্থিতি বা অনিশ্চয়তায় প্রতিক্রিয়া দেখানোর কোনো "স্বাভাবিক" উপায় নেই। যাইহোক, যদি আপনি একটি চাপপূর্ণ ঘটনা বা ঘটনাক্রমের সাথে "অ্যাডজাস্ট" করতে সংগ্রাম করেন তবে আপনার "অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার" বলে কিছু থাকতে পারে। আপনার যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার থাকে তবে হতে পারে আপনি: আপনার শারীরিক অসুস্থতা বা এটা আপনার জন্য কী সে সম্পর্কে চিন্তা করা বন্ধ করতে অসমর্থ আপনার শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে চিন্তা করার সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বা মানসিক যন্ত্রণাগ্রস্ত বোধ করেন এমনভাবে মানিয়ে নেওয়া বা কাজ করতে কষ্ট বোধ করেন যা আপনার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আপনার যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার থাকে, তবে আপনার অসুস্থতা ধরা পড়ার বা আঘাত পাওয়ার এক মাসের মধ্যে এটা সাধারণত স্পষ্ট হয়ে যাবে। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার পিটিএসডি / কোনও দুর্ঘটনার পর প্রচণ্ড মানসিক আঘাত) কিছু লোক যারা শারীরিক অসুস্থতা বা আঘাত অনুভব করে তাদের পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার হয়। পিটিএসডি / পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার ঘটে যখন কারো মধ্যে একটি ইভেন্ট বা ঘটনার ধারাবাহিকতায় মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ঘটে। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার হতে পারে এমন অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে: একটা গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা ধরা পড়া নিবিড় পরিচর্যায় থাকা একটা জটিল প্রসবের অভিজ্ঞতা আছে একটা গুরুতর দুর্ঘটনায় পড়া আপনার যদি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার থাকে তবে আপনি নিম্নলিখিত লক্ষণগুলোর মধ্যে কিছু অনুভব করতে পারেন: ঐ ঘটনা সম্পর্কে অবাঞ্ছিত এবং কষ্টদায়ক স্মৃতি বা স্বপ্ন মনে হচ্ছে যেন সেই ঘটনা আবার ঘটছে ঘটনাটা মনে রাখার জন্য সংগ্রাম করা, বা এটা সম্পর্কে চিন্তা করা এড়ানো বন্ধু এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করা নিজের সম্পর্কে, অন্যদের বা পৃথিবী সম্পর্কে নেতিবাচক অনুভূতি আপনি আগের জিনিসগুলো উপভোগ করছেন না এবং সুখী বা সন্তুষ্ট বোধ করার জন সংগ্রাম করছেন অস্থির অনুভব করা এবং মনোনিবেশ বা ঘুমানোর জন্য সংগ্রাম করা অন্য লোকজনের প্রতি আক্রমনাত্মক আচরণ বিপজ্জনক বা বেপরোয়া জিনিস করা। আপনি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার সম্পর্কেএখানে আরও জানতে পারেন। বুঝতে পারেন যে আপনি অসুস্থ আপনি যদি কোনো ধরনের মানসিক অসুস্থতার সম্মুখীন হন, তাহলে আপনার আশেপাশের লোকেরা লক্ষ্য করতে পারে: আপনি স্বাভাবিকভাবে কাজ করছেন না আপনি আপনার শারীরিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা গ্রহণ বা ওষুধ খেতে চান না আপনি মেডিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করেন। উপরোক্ত উপসর্গের পাশাপাশি, আপনি লক্ষ্য করতে পারেন যে আপনি:

ক্লান্ত বোধ করেন
ঘুমের সমস্যা হয়
ক্ষুধা লাগে না।

এর মধ্যে কিছু কিছু শারীরিক অসুস্থতা বা চিকিৎসার কারণেও হতে পারে। আপনি যা অনুভব করছেন তা "স্বাভাবিক" কি না তা বলা আপনার জন্য বা আপনার পরিচর্যাকারী ব্যক্তিদের পক্ষে কঠিন হয়।

আপনি কেমন অনুভব করছেন সেই সম্পর্কে আপনার ডাক্তার বা আপনার বিশ্বস্ত কারো সাথে কথা বলুন। আপনি যে পরিবর্তনগুলো অনুভব করছেন তা আপনার শারীরিক অসুস্থতার সাথে বা মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত কিনা তা নির্ধারণ করতে তারা আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

আপনি এখানে অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন। আমার শারীরিক অসুস্থতা থাকলে কি আমার মানসিক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? যাদের শারীরিক অসুস্থতা আছে তাদের মধ্যে সবাই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা অনুভব করবে না। যাইহোক, দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক অসুস্থতাযুক্ত ব্যক্তিদের মানসিক সুস্থতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। গবেষণায় মানসিক অসুস্থতা এবং নির্দিষ্ট কিছু শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে একটি যোগসূত্র দেখানো হয়েছে যেমন:

ক্যান্সার
ডায়াবেটিস
হাঁপানি
উচ্চ রক্তচাপ
মৃগীরোগ।

যাইহোক, শুধুমাত্র এই শারীরিক অসুস্থতাগুলোই যে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে তা কিন্তু নয়। যাদের শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে তাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো থাকা লোকজনের তুলনায় ২ থেকে ৩ গুণ বেশি মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য কীভাবে সংযুক্ত? শারীরিক এবং মানসিক রোগগুলো কীভাবে সম্পর্কিত তা সবসময় পরিষ্কার নয়। আপনি কে এবং আপনার কি ধরনের শারীরিক বা মানসিক রোগ আছে তার উপর নির্ভর করে: আপনার শারীরিক অসুস্থতা মানসিক অসুস্থতা তৈরি করতে পারে আপনার শারীরিক অসুস্থতা আপনার মানসিক অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে আপনার শারীরিক অসুস্থতা এবং মানসিক অসুস্থতা পরস্পর সম্পর্কিত না হয়েও একই সময়ে হতে পারে।

কিছু জিনিস সরাসরি কারো মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটানোয় অবদান রাখতে পারে, যার মধ্যে আছে: মানসিক চাপ — একটা শারীরিক অসুস্থতা খুব চাপের হতে পারে, এবং চাপ আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ওষুধের চিকিৎসা — কিছু ওষুধের চিকিৎসা আপনার মস্তিষ্কের কাজ করার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্টেরয়েডকে মেজাজ পরিবর্তন এবং মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণগুলোর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে: সত্য নয় এমন জিনিস বিশ্বাস করা স্পষ্টভাবে চিন্তা করায় অসুবিধা হওয়া বাস্তবে নেই এমন কিছু অনুভব করা। শারীরিক অসুস্থতা — কিছু শারীরিক অসুস্থতা মস্তিষ্কের কাজ করার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যাদের থাইরয়েড (হাইপোথাইরয়েডিজম) আছে তাদের মানসিক অবসাদ এবং উদ্বেগে ভোগার সম্ভাবনা বেশি। কখন আমার মানসিক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি?

শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যদি: আপনি আগে মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সংগ্রাম করেছেন, বা আগেও আপনার একটা মানসিক অসুস্থতা ধরা পড়েছে আপনার কোন পরিবার বা বন্ধু নেই যাদের সাথে আপনি আপনার অসুস্থতা সম্পর্কে কথা বলতে পারেন আপনার জীবনে একই সময়ে অন্যান্য সমস্যা বা চাপ আছে। উদাহরণস্বরূপ চাকরি হারানো, বিবাহবিচ্ছেদ, বা প্রিয়জনের মৃত্যু। কখনও কখনও ইতিবাচক জীবন পরিবর্তনও আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে যদি সেগুলো অপ্রত্যাশিত বা মানসিক চাপযুক্ত হয়। আপনার শারীরিক অসুস্থতা আপনাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে আপনার একটা টার্মিনাল বা প্রাণঘাতী রোগ আছে আপনার অসুস্থতা আপনাকে নিজের যত্ন নেওয়া থেকে বিরত রাখে।

যে সময়ে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য সবচেয়ে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তা হলো: যখন আপনাকে প্রথম আপনার অসুস্থতার কথা জানানো হয় বড় অস্ত্রোপচারের পরে বা আপনার চিকিৎসার পর অস্বস্তিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলেযদি আপনি ভালো বোধ করার পরে আবার অসুস্থতা ফিরে আসে। যেমন ক্যান্সার ফিরে আসা বা দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাক হওয়া যদি আপনার অসুস্থতা চিকিৎসায় ভালো না হয়। আমার কখন সহায়তা চাইতে হবে? আপনার শারীরিক অসুস্থতা থাকলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উদ্বেগ এবং খারাপ মেজাজের ব্যাপারটা বোঝা যায়। তবে আপনার সহায়তা চাওয়া উচিত যখন আপনি: আপনি আগে মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সংগ্রাম করেছেন, বা আগেও আপনার একটা মানসিক অসুস্থতা ধরা পড়েছে, এবং মনে করেন যে আপনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন আপনি আগের চেয়ে বেশি খারাপ বোধ করছেন এই সমস্যা সময়ের সাথে ভালো হচ্ছে বলে মনে হয় না আপনার সম্পর্ক, কাজ, আগ্রহ বা দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে এমন অনুভূতিগুলোকে লক্ষ্য করেন আপনি অনুভব করেন যে জীবন বেঁচে থাকার যোগ্য নয়, বা আপনাকে ছাড়া অন্যরা ভালোই থাকবে। আমি সহায়তা চাইবো কি না- সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না

শারীরিক অসুস্থতা থাকলে সহায়তা চাওয়া কঠিন হতে পারে। নিচের চিন্তাগুলো থাকা একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, এমনকি যদি সেগুলো সত্য না হলেও: "আমাকে আমার শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমার মানসিক স্বাস্থ্য কম গুরুত্বপূর্ণ।" — আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য পরস্পরের সাথে জড়িত। মানসিকভাবে সুস্থ থাকা আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

"আমার ফোকাস করার মত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন জিনিস আছে।" — আপনার মনে হতে পারে যে আপনার পরিবার, অর্থ, আবাসন বা কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু আপনি যদি নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ফোকাস করার জন্য সময় না দেন, তবে আপনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। যদি তা হয় তবে আপনি এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর কোনোটিই করতে পারবেন না।

"অবশ্যই আমি মানসিক অবসাদগ্রস্ত বোধ করি, আমি অসুস্থ। এর জন্য সহায়তা নেওয়ার কোনও মানে নেই।" — এটা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য যে আপনি আপনার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। যাইহোক, তার মানে এই নয় যে আপনি সহায়তার যোগ্য নন। প্রত্যেকেই খুশি হওয়ার, সহায়তা এবং যত্ন পাওয়ার যোগ্য।

"আমি নিজেকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে করতে চাই না, আমার স্বাস্থ্যসেবা দল আমাকে সহায়তা করার জন্য অনেক কিছু করছে।" — আপনার ডাক্তার আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য সম্পর্কেও জানতে চাইবেন। এগুলো আপনাকে সুস্থ করার প্রচেষ্টার অঙ্গ, এবং আপনি সহায়তা চাইলে তারা আপনাকে অকৃতজ্ঞ মনে করবে না। আমি কীভাবে সহায়তা পেতে পারি? আপনি কেমন অনুভব করছেন সে সম্পর্কে আপনি বিশ্বস্ত কারো সাথে কথা বলে শুরু করতে পারেন। আপনি কেমন অনুভব করছেন তা প্রায়শই শেয়ার করা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

আপনার যদি আরও সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনার জেনারেল প্র্যাকটিশনার/জিপি, অথবা আপনার শারীরিক অসুস্থতার জন্য সহায়তাকারী মেডিকেল টিমের সাথে কথা বলুন। তারা আপনার জন্য কোন ধরনের সহায়তা পাওয়া যাবে তা নিয়ে পরামর্শ দিতে সক্ষম এবং আপনাকে সেটা নিতে সহায়তা করবে। প্রচুর দাতব্য সংস্থা এবং সংগঠন রয়েছে যারা শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সহায়তা করে। আপনি এই সংস্থানের শেষে এগুলো সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন।

আপনি যদি ইতিমধ্যেই একটা মেন্টাল হেলথ টিমের তত্ত্বাবধানে থাকেন, তাহলে আপনার শারীরিক অসুস্থতা থাকলে তাদেরও জানাতে হবে। এটা জানা তাদের জন্য সহায়ক হবে যাতে তারা আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

আমি কী ধরনের চিকিৎসা পাবো? আপনাকে যে ধরণের চিকিৎসা দেওয়া হবে তা নির্ভর করবে: আপনি যে ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন এগুলো আপনার জীবনের উপর যে প্রভাব ফেলছে আপনার ব্যক্তিগত পরিস্থিতিগুলো। আপনি যে সমস্যায় ভুগছেন তার উপর নির্ভর করে, আপনাকে অফার করা হতে পারে: সাইকোথেরাপি (টকিং থেরাপি/ কথা বলার মাধ্যমে চিকিৎসা নামেও পরিচিত) ওষুধ, যেমন মানসিক অবসাদের ওষুধ (অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট) কগনিটিভ বিহেভিয়েরাল থেরাপি (সিবিটি) এমন লোকজনদের জন্যও সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে যারা ব্যথা নিয়ে বসবাস করছেন। আমাদের তথ্য সংস্থানগুলো পড়ে আপনি নিম্নলিখিত রোগগুলোর চিকিৎসা সম্পর্কে আরও জানতে পারেন:

উদ্বেগজনিত ব্যাধি
মানসিক অবসাদ
পিটিএসডি / কোনও

দুর্ঘটনার পর প্রচণ্ড মানসিক আঘাত আপনি এখানে বিভিন্ন মানসিক রোগ এবং সেগুলোর চিকিৎসা সম্পর্কে আরও পড়তে পারেন।

এই চিকিৎসাগুলো কীভাবে সহায়তা করবে? কথা বলার মাধ্যমে চিকিৎসা আপনি কেমন অনুভব করছেন তা প্রকাশ করা কঠিন হতে পারে, এমনকি ঘনিষ্ঠ পরিবার এবং বন্ধুদের কাছেও। কখনও কখনও আপনি কেমন অনুভব করছেন তা আপনার পরিচিত কারো সাথে শেয়ার করা আরো কঠিন, কারণ আপনি তাদের দুশ্চিন্তায় ফেলতে চান না। এই কারণে একজন বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলা সহজ হতে পারে। তারা আপনাকে অনুভূতি, চিন্তাভাবনা এবং বাস্তব সমস্যাগুলো আরও ভালোভাবে মোকাবিলা করার উপায় খুঁজ

বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে শহীদান দিবস পালিত

আইজল থেকে অ্যানথুরিয়াম ফুলের প্রথম চালান রপ্তানি সিঙ্গাপুরে

নতুন দিল্লি, ২২ মার্চ ২০২৫: উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ফুল দেশের বাইরে রপ্তানির বাড়ানোর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্য রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এপিডা।

সম্প্রতি মিজোরাম সরকারের উদ্যানফলন দপ্তরের সহযোগিতায়, আইজল থেকে সিঙ্গাপুরে অ্যানথুরিয়াম ফুলের প্রথম চালান রপ্তানি হলো। ৫০ টি বাক্সে প্যাক করা ১০২৪ টি অ্যান্থুরিয়াম কাটা ফুলের ৭০ কেজি ওজনের এই চালানটি রপ্তানির পেছনে রয়েছে আইভিসি অ্যাগ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড। যে সংস্থা আইজলের মহিলাদের পরিচালিত জো অ্যান্থুরিয়াম গ্রোয়ার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে এই ফুল রপ্তানির জন্য সংগ্রহ করে।

বিলাসীপাড়ায় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার মাদক ও সক্রিয় গুলি, গ্রেফতার এক

বিলাসিপাড়া (অসম), ২৩ মার্চ (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়ায় পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে বহু পরিমাণের মাদক এবং সক্রিয় গুলি। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে সামির উদ্দিন নামের একজনকে।

বিলাসিপাড়া সম-জেলা পুলিশের এক সূত্রের খবর, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গত রাতে দুয়াছড়ি গ্রামে অভিযান চালিয়ে সক্রিয় গোলাবারুদ, মাদকদ্রব্য এবং অন্যান্য অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, গতকাল রাতে দুয়াছড়ি গ্রামের বাসিন্দা জনৈক হায়দার আলির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে, মাদক কারবারি সামির উদ্দিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার হেফাজত থেকে ৩১৭ গ্রাম হেরোইন ভরতি তিনটি কনটেইনার, ৭.৬২ এমএম সক্রিয় গুলি ও একটি কার্তুজ, ১ কেজি গাঁজা, সিম ভরতি তিনটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ড সেট, এএস ১৭ পি ৫৪৭৭ নম্বরের একটি পালসার মোটর বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত সামির উদ্দিন আতানির বাসিন্দা। তবে পুলিশি অভিযানের আঁচ করে বাড়িমালিক হায়দার আলি পালিয়ে যাওয়ায় তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তবে পুলিশ হায়দার আলি এবং ওই অঞ্চলে মাদক ও অস্ত্র পাচারের সাথে জড়িত অন্যান্য সম্ভাব্য সহযোগীদের খোঁজে অনুসন্ধান জোরদার করেছে, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

ফিরোজাবাদে ৫ ঘণ্টার অভিযানে ১০৫ অভিযুক্ত গ্রেফতার

ফিরোজাবাদ, ২৩ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদে পুলিশ শনিবার রাতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৫ ঘণ্টার মধ্যে ১০৫ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। এরা সকলেই বিভিন্ন মামলায় পলাতক ছিল।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, শনিবার রাত ১২টা থেকে রবিবার ভোর ৫টা পর্যন্ত অভিযানে ১০৩ এনবিডব্লিউ ওয়ারেন্টি, ১ জন এসআর মামলার অভিযুক্ত এবং ১ জন অন্যান্য পলাতককে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারদের আদালতে পেশ করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, পলাতক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এই বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

হিন্দুস্থান সমাচার-এর উদ্যোগে সাংবাদিকতা কর্মশালার আয়োজন, উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীরা

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি.স.): বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর পক্ষ থেকে রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত হল এক বিশেষ কর্মশালা। কলকাতার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে রবিবার কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজিত হয় এই কর্মশালা। ''ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের পরিবর্তিত রূপ'' শীর্ষক এই কর্মশালায় সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন বক্তারা। ভারত মাতার মূর্তিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে কর্মশালার সূচনা হয়।

কর্মশালার শুরুতে বক্তব্য রাখেন হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান অরবিন্দ ভালচন্দ্র মার্ডিকর। এছাড়াও এই কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রশিক্ষকরা। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিত কুমার বাগ, বরিষ্ঠ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক প্রসেনজিৎ বক্সি, পুলকেশ ঘোষ, অশোক পান্ডে, জয়প্রকাশ মিশ্র, সাংবাদিকতার অধ্যাপক দেবজ্যোতি চন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর বিশেষজ্ঞ নারায়ণ জৈন, সমাজসেবী নরেশ শ্রীবাস্তব প্রমুখ। এদিন সূচনা পর্বের অনুষ্ঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা হয় মূল অনুষ্ঠানের। তারপর অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয় পুষ্পস্তবক, স্মারক ও শাল দিয়ে। বক্তব্য রাখেন চেয়ারম্যান অরবিন্দ ভালচন্দ্র মার্ডিকর। তিনিকর্মশালায় উপস্থিত পড়ুয়াদের এই সংবাদ সংস্থা সম্পর্কে জানান। বলেন, এই মুহূর্তে ১৫টি ভাষায় সংবাদ পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সাংবাদিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাও।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল এদিনের কর্মশালায়। এদিন পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রশিক্ষকরা। সাংবাদিক প্রসেনজিৎ বক্সি বলেন, এই পেশাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হলে প্রাথমিকভাবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। সেইসঙ্গে সাংবাদিকতা করার প্রবল আগ্রহ দরকার বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এর রেশ টেনে সাংবাদিক পুলকেশ ঘোষ বলেন, সংবাদ মাধ্যমের কাজ করতে হলে সতর্কতা ভীষণ জরুরি। সব দিকেই সমানতালে নজরে রাখতে হবে। এদিন রাজ্য সরকার পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ (হিন্দি) পত্রিকার সম্পাদক জয়প্রকাশ মিশ্র, ভারতমিত্র পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক অশোক পান্ডেও বক্তব্য রাখেন। বিশেষ ক্লাস নেন অধ্যাপক দেবজ্যোতি চন্দ। এছাড়া প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিত বাগ আইন ও সংবাদ মাধ্যমের যোগসূত্র নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

এক মাসে ১১,৮০৩টি পণ্যবাহী রেক আনলোড এনএফ রেলের

গুয়াহাটি, ২৩ মার্চ (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)। লজিস্টিক্স ও পরিকাঠামোকে উন্নত করার ওপর গুরুত্ব বাড়িয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই অঞ্চলের যোগান শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উন্নত করার লক্ষ্যে পণ্যবাহী রেক আনলোডিং অপারেশনকে ক্রমাগত উন্নত করে চলেছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সমগ্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-তে ১,১৩৭টি রেক আনলোড করা হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত আনলোড হওয়া রেকের মোট সংখ্যা হয়েছে ১১,৮০৩।

আজ রবিবার এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর দিয়ে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পণ্যবাহী ট্রেনের মোট ৫৮৯টি পণ্যবাহী রেলের রেক আনলোড হয়েছে অসমে। যার মধ্যে ২৬৮টিতে অত্যাবশ্যক সামগ্রী লোড করা ছিল। ত্রিপুরায় ১১৩টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৯টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে নয়টি রেক, মণিপুরে ১২টি রেক এবং মিজোরামে নয়টি রেক আনলোড করা হয়েছে। এছাড়া, ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২০০টি পণ্যবাহী রেক এবং বিহারে ১৮৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই-এর চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, ট্যাংক, কয়লা ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। সমস্ত পর্যায়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নঅ্যারাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে, অত্যাবশ্যক ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চলাচল বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটেছে, প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

ঝাড়খণ্ডে আইইডি বিস্ফোরণে আহত বাঁকুড়ার সেনা জওয়ান

বাঁকুড়া, ২৩ মার্চ (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার ছোটনাগরা থানা এলাকায় মাওবাদীদের পেতে রাখা আইইডি বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছেন বাঁকুড়ার রাজগ্রামের বাসিন্দা পার্থ প্রতিম দে। একই বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের সিআরপিএফ জওয়ান সুনীল কুমার মণ্ডলের।

শনিবার বিকেলে কর্তব্যরত অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটে। আহত দুই জওয়ানকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে রাঁচির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পেঁয়াজ রপ্তানির উপর ২০ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার ২০২৫ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে কার্যকর

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ, ২০২৫: ভারত সরকার ২০২৫ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে পেঁয়াজ রপ্তানির উপর ২০ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করে নিয়েছে। আজ রাজস্ব ও ভোক্তা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

দেশে পেয়াঁজের অভ্যন্তরীণ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের জন্য শুল্ক আরোপ, সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য বা এমইপি এবং ২০২৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৩রা মে পর্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস ধরে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার মতো ব্যবস্থা আরোপ করেছিল। বর্তমানে যে ২০ শতাংশ রপ্তানি মাশুল প্রত্যাহার করা হয়, তা ২০২৪ এর ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে চালু করা হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানির প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মোট পেঁয়াজ রপ্তানি ছিল ১৭.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১৮ই মার্চ পর্যন্ত ছিল ১১.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ০.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে শুরু করে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ১.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রবি ফসল হিসাবে পেঁয়াজের প্রত্যাশিত ফলনের পর যখন মজুরী এবং খুচরো দাম কমে গেছে, তখন এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গ্রাহকদের কাছে পেঁয়াজের সাশ্রয় বজায় রেখে কৃষকদের জন্য লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত। যদিও, বর্তমান মজুরীর দাম আগের বছরগুলির সংশ্লিষ্ট সময়কালের চেয়ে উর্ধে উঠেছে, তবুও সর্বভারতীয় ওজনযুক্ত গড় দাম ৩৯ কমেছে। একইভাবে, গত এক মাসে সর্বভারতীয় গড় খুচরো মূল্য ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

চলতি মাস থেকে বাজারে লাসালগাঁও ও পিম্পলগাঁওয়ে পেঁয়াজের যোগান বেড়েছে, যার ফলে দাম অনেক কমেছে। ২০২৫ এর ২১ মার্চ, লাসালগাঁও এবং পিম্পলগাঁও-এ পেঁয়াজের মূল্য ছিল যথাক্রমে কুইন্টাল প্রতি ১৩৩০ টাকা এবং ১৩২৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, এ বছর রবি উৎপাদনের পরিমাণ ২২৭ লক্ষ মেট্রিক টন (এলএমটি), যা গত বছরের ১৯২ লক্ষ মেট্রিক টনের তুলনায় ১৮ শতাংশ বেশি। রবি শস্য হিসাবে পেঁয়াজ, যা ভারতের মোট পেঁয়াজ উৎপাদনের ৭০-৭৫ গঠন করে, অক্টোবর/নভেম্বর থেকে খরিফ ফসলের আগমনের আগ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে সরবরাহ এবং দামের স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মরশুমে আনুমানিক বেশি উৎপাদন আগামী মাসগুলিতে বাজারের দাম আরও কমিয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২৩ সালের আগস্ট থেকে দেশ যখন তুলনামূলক কম উৎপাদন এবং উচ্চ আন্তর্জাতিক মূল্যের সমস্যায় জর্জরিত ছিল, তখন আভ্যন্তরীন উৎপাদন এবং দামের স্থিতিশীল অবস্থা দেশের জন্য স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে।

হাইলাকান্দি সায়েন্স সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের এফিলিয়েশন সাসপেন্ড

হাইলাকান্দি (অসম) ২৩ মার্চ (হি.স.) : আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ড থেকে হাইলাকান্দি সায়েন্স সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের এফিলিয়েশন সাসপেন্ড করা হয়েছে। বোর্ডের সচিব শনিবার এক আদেশ জারি করে হাইলাকান্দি সায়েন্স সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল কর্তৃপক্ষকে ২০২৫- ২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ ক্লাসের ছাত্র ভর্তি না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে চলতি ২০২৫ সালে বোর্ড পরিচালিত একাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষায় যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন তাদেরকে পরীক্ষায় বসতে এই আদেশে কোন বাধা থাকবে না। উল্লেখ্য চলতি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার প্রথম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সংক্রান্ত অভিযোগে হাইলাকান্দি সায়েন্স সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের এফিলিয়েশন সাসপেন্ড করা হয়েছে। রবিবার হাইলাকান্দির বিদ্যালয় পরিদর্শক আসাম স্টেট স্কুল এডুকেশন বোর্ডের জারি করা এই আদেশ সংশ্লিষ্ট সবার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে দিয়েছেন।

ছত্তিশগড়ে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত চালক

কোন্ডাগাঁও, ২৩ মার্চ (হি.স.): ছত্তিশগড়ের কেশকাল ঘাটের কাছে রবিবার দুপুরে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় একটি ট্রাকের চালক কেবিনে আটকে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালককে উদ্ধার করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সরু রাস্তায় একটি ট্রাক দ্রুতগতিতে আসছিল, অন্যটি মোড় নিতে গিয়েই সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় দুই ট্রাকের সামনের অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত চালককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার ফলে রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

উত্তর প্রদেশের মুজফরনগরের শামলি থেকে বাংলাদেশে জিআই ট্যাগ-যুক্ত গুড় রপ্তানি

নতুন দিল্লি, ২২ মার্চ ২০২৫: ভারতের কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির শ্রীবৃদ্ধি করতে উত্তরপ্রদেশের মুজফরনগরের শামলি থেকে বাংলাদেশে জিআই ট্যাগ-যুক্ত ৩০ মেট্রিক টন গুড় রপ্তানি করা হয়েছে। এই অঞ্চলটি উন্নত মানের আখ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ৩০ জানুয়ারি এই উপলক্ষে এপিডা, এপিইডিএ-র পৃষ্ঠপোষকতায় বাসমতী এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (বিইডিএফ) এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই রপ্তানির সূচনা করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশে সরাসরি গুড় রপ্তানি প্রক্রিয়া শুরু হল।

এর আগে ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে লেবানন ও ওমানে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে বাসমতী চাল রপ্তানি করা হয়েছিল।

তারপর, এই গুড় রপ্তানি হল তৃতীয় সাফল্য।

এই উপলক্ষে বাসমতী চাল এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিয়ে একটি সক্ষমতা নির্মাণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রায় ২২০ জন কৃষক আলোচনায় অংশ নেন।

এই উদ্যোগ উত্তরপ্রদেশে কৃষিজাত রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এর ফলে, কৃষকদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রে ভারতের সুস্থায়ী ও লাভজনক ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হচ্ছে।

শিলচর রেল স্টেশনকে বিশ্বমানে উন্নীত করার ঘোষণা রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হারাণের

লামডিং (অসম), ২৩ মার্চ (হি.স.) : শিলচরকে একটি বিশ্বমানের রেল স্টেশনে উন্নীত করা হবে বলে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ঘোষণা করেছেন। সেজন্য রেলমন্ত্রী বৈষ্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ইউজারস কনসালটেটিভ কমিটি (ডিআরইউসিসি)-র অন্যতম সদস্য তথা প্রবীণ সাংবাদিক হারাণ দে।

লামডিঙে শুক্রবার ডিআরইউসিসি-র এক সভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন হারাণ দে। সভায় হারাণ দের প্রস্তাব, শিলচরের বিকল্প হিসেবে দুধপাতিল নেতাজি নগরে (নিউ শিলচর) একটি বিশ্বমানের নতুন রেলওয়ে স্টেশন স্থাপন করা যেতে পারে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে শিলচর স্টেশনে জায়গার অপ্রতুলতার জন্য নতুন কোনও ট্রেন চালু করা সম্ভব নয় বলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন। তাই অবিলম্বে নিউ শিলচরে একটি নতুন রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করে বন্দে ভারত ও মণিপুরের কোটায় রাজধানী এক্সপ্রেস সহ আরও কয়েকটি দূরপাল্লার রেল পরিষেবা চালু করা উচিত।

হোজাই জেলার অন্তর্গত লংকা এলাকার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস, শিলচর-রঙিয়া এক্সপ্রেস এবং শিলচরগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের লংকা স্টেশনে স্টপেজের ব্যবস্থা করার দাবি জানান হারাণ দে। তিনি আরও বলেন, বেশিরভাগ দূরপাল্লার ট্রেন মান্দারদিসা ও পাথরখলার পরিবর্তে লামডিং হয়ে যাতায়াত করে বলে ত্রিপুরা ও বরাক উপত্যকাগামী ট্রেন অনেক সময় দেরিতে চলাচল করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হারাণবাবু দূরপাল্লার ট্রেনগুলো মান্দারদিসা ও পাথরখলার কমদূরত্বের পথ দিয়ে চালাতে রেল কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন।

এছাড়া তিনি আরও যে সব বিষয়ে বৈঠকে মতামত প্রকাশ করেছেন এর মধ্যে রয়েছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত শ্রীকোণায় পুরনো স্টেশন চালু করা, মিজোরামের ভৈরবী থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন চালু করা, ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে শিলচর পর্যন্ত বন্ধ থাকা দৈনিক ট্রেন চালু করা, শিলচর ও কলকাতার মধ্যে একটি দ্রুতগামী ট্রেন চালু করা, জাটিঙ্গা হয়ে লংকা ও দুধপাতিলের মধ্যে বিকল্প রেলওয়ের জন্য চলমান জরিপের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, লামডিঙে রেলওয়ের একজন জনসংযোগ ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা এবং শিলচরে রেলওয়ের একটি ডিভিশনাল অফিস স্থাপন করা।

শিলচরে রেলওয়ের ডিভিশনাল অফিস স্থাপন সম্পর্কে হারাণ দে বলেন, ২০১৪ সালের ১৪ জানুয়ারি রাজ্যসভায় তদানীন্তন রেলমন্ত্রী মল্লিকার্জুন খাড়গে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ১১ বছরে নানা অজুহাতে শিলচরে একটি ডিভিশনাল অফিস স্থাপন না করায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

এদিনের সভায় লামডিঙের ডিআরএম তথা ডিআরইউসিসি-র সভাপতি সমীর লোহানি পৌরোহিত্য করেছেন। সভায় অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে শুভ্রজ্যোতি সরকার, নারায়ণ দত্তরায়, সোনেশ্বর বারহি প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছেন।

মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা থেকে আগত সদস্যরা তাঁদের এলাকার রেলের সমস্যা তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেছেন। সভার শুরুতে রেলের সিনিয়র ডিসিএম তথা ডিআরইউসিসি-র সম্পাদক অমিতাভ মিশ্র উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। বৈঠকের শেষে ভোটের মাধ্যমে ডিআরইউসিসি-র একজন সদস্যকে মালিগাঁওয়ে জেডআরইউসিসি-তে সদস্য পদে নির্বাচিত করা হয়। ভোটাভুটিতে হারাণ দে অধিক ভোট পেয়ে জেডআরআরইউসিসি-র সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

উত্তর প্রদেশে বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

লখনউ, ২৩ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের গোসাইগঞ্জ থানা এলাকায় এক বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। মৃতার স্বামী জগমোহনের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছিল।

সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে পুলিশ অভিযুক্ত তুষার ওরফে বিশাল বর্মাকে চিহ্নিত করে। সে স্বীকার করে, একটি বিষয়ে বৃদ্ধা জগরানার সঙ্গে তার তর্ক হয়। রাগের মাথায় বৃদ্ধার গলা চেপে ধরে লোহার রড ও ইঁট দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে এবং মরদেহ একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে লুকিয়ে রাখে।

পুলিশ অভিযুক্তের কাছ থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধার করেছে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্ত চালাচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই

কাঠুয়া, ২৩ মার্চ (হি.স.): জম্মু বিভাগের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে রবিবার নিরাপত্তা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই হয়। নিরাপত্তা বাহিনী গোটা এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়।

দক্ষিণ জয়নগরে ১৬ টি মার্কেটস্টল নির্মাণের ভূমিপূজন সম্পন্ন

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER
e-PNIT No:65 (22) – ICA / Advt. / 2022 / P-II
dated: 21/03/2025

The Director, Information and Cultural Affairs, Government of Tripura, invites online tender for the following work- Name of the Work: Selection of Agency to produce Audio-visual content on initiatives of State Government and to carry outreach campaign through it's Social Media Platforms.
Estimated Cost: Rs.35,00,000 (Rupees Thirty-Five Lakh),
EMD: Rs.70,000 (Rupees Seventy Thousand)
Last Date & Time for online bidding: 01.04.2025 upto 4.00 PM
All details of the tender may kindly be seen at https://tripuratenders.gov.in or https://ica.tripura.gov.in
ICA/C/4490/25

Director,
Information & Cultural Affairs

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

প্রোটিন সমৃদ্ধ চাল কি শরীরে মাছ মাংসের চাহিদা মেটাতে পারবে ?

মরিয়ম সুলতানা

সুস্থভাবে বাঁচার জন্য দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রোটিন, অর্থাৎ আমিষ জাতীয় খাবার থাকাটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের একটা দেশের সব মানুষ প্রতিদিন প্রোটিনের বন্দোবস্ত করতে পারে না।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে ভাত জনপ্রিয় হওয়ায় প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ধান উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা। তারই অংশ হিসাবে ব্রি ধান ১০৭ ও ১০৮ নামের নতুন দুটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। অন্য ধানের তুলনায় এসব ধানে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তবে সেটা মানুষের শরীরের আমিষ প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে পুষ্টি বিজ্ঞানীদের। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) নতুন উদ্ভাবিত এই দু'টি জাতের ধানের একটি হলো ব্রি ধান ১০৭ ও অন্যটির নাম—ব্রি ধান ১০৮।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, উভয় প্রজাতির ধান যেমন উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ, ঠিক তেমনি এগুলো উচ্চফলনশীলও। সেইসাথে, এই ধান থেকে চিকন এবং ঝরঝরে চাল হওয়ায় এগুলো বিদেশে রপ্তানিযোগ্য।

ব্রি ধান ১০৭

ব্রি ধান ১০৭ হলো উফশী বালাম জাতের বোরো মৌসুমের ধানের জাত। এই প্রজাতির ধান উদ্ভাবন করতে বিজ্ঞানীদের প্রায় সাত বছর লেগেছে। এই ধানের জীবনকাল ১৪৮ থেকে ১৫০ দিন। এই ধানের দানার রং খড়ের মতো এবং চাল হলো বাসমতী এবং বালাম চালের মতো লম্বা এবং চিকন। এছাড়া, পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৩ সে.মি.। যখন এটি মাঠ পর্যায়ে চাষ করা হবে, তখন হেক্টরপ্রতি এই ধানের গড় ফলন হবে ৮ দশমিক ২ টন। তবে, উপযুক্ত পরিচর্যা করলে সর্বোচ্চ সাড়ে ৯ থেকে ১০ টন পর্যন্তও ফলন দিতে পারে ব্রি ধান ১০৭। এই প্রজাতির ধানটি লবণাক্ত বা খরা এলাকা বাদে সারাদেশে চাষাবাদযোগ্য জানিয়ে ব্রির উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. আবদুল কাদের বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'সাধারণ চালে ৬ থেকে ৮ শতাংশ প্রোটিন এমনিতেই থাকে। কিন্তু এই ধানে ১০ দশমিক ০২ শতাংশ প্রোটিন আছ।' কেউ যদি তিনবেলা এই চালের ভাত খায়, তাহলে এটা দিয়ে তার শরীরের ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব বলে মনে করেন এই বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। 'দৈনিক একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে ৫৮ গ্রাম প্রোটিন দরকার হয়। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক গরীব মানুষ আছে, যারা প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিন দুধ, ডিম, মাছ, মাংস খেতে পারে না। তাদের জন্য এই চাল খুব-ই উপযোগী। কারণ এতে দুই শতাংশের মতো বেশি প্রোটিন আছে।'

ব্রি ধান ১০৮ ব্রির উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ এস এম মাসুদুজ্জামানের নেতৃত্বে "ব্রি ধান ১০৮" জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এই প্রজাতির ধানটি অপেক্ষাকৃত খাটো বা ছোট চাল; সেইসাথে, আবার চিকনও। এটার গড় ফলন হলো হেক্টরপ্রতি সাড়ে ৮ টন। কিন্তু, এটাও উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ১০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। চালটির আকার হবে জিরার মতো এবং এর ভাত হবে ঝরঝরে, সাদা রঙের। এতে প্রোটিনের মাত্রা ৮ দশমিক ৮ শতাংশ। এটিও বোরো মৌসুমে উপকূল ও খরাপ্রবণ অঞ্চল বাদে সারা দেশে চাষযোগ্য। গত প্রায় নয় বছর ধরে এই প্রজাতিটির জন্য গবেষণা করে হয়েছে জানিয়ে মি. কাদের বলেন, 'কেউ যদি তিনবেলা এই চালের ভাত খায়, তবে এখান থেকে তার দেহের ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে।' তিনি জানান, গাজীপুরে অবস্থিত ধান গবেষণাকেন্দ্রে এবং ব্রির ১১টি আঞ্চলিক অফিসে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর নতুন প্রজাতির এই ধান দু'টো কৃষকের হাতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

এই ধান কি মাছ-মাংসের বিকল্প ? উচ্চ প্রোটিনসম্পৃদ্ধ ধান হওয়ায় এই ধানগুলো মানুষের দেহের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে ঠিক-ই। কিন্তু সেটা মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের বিকল্প হবে কিনা; সেটা একটা বড় প্রশ্ন। মি. কাদের এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ব্রি ধান ১০৭ এবং ১০৮-কে প্রোটিনের চাহিদা পূরণে বিকল্প বলা যাবে কিনা, আমি জানি না। তবে প্রোটিনের চাহিদা পূরণে যারা মাছ-মাংস কিনে খেতে পারছে না, তাদের ক্ষেত্রে এটা ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি। বিশেষ করে, যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে।' তবে পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলছেন, চালের মধ্যে প্রোটিন থাকলেও তা আমিষজাত প্রোটিনের অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ঠ নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নাজমা শাহীনের মতে, চাল থেকে যে প্রোটিন পাওয়া যায়, তা মানবদেহে প্রোটিনের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট না। 'বাড়ন্ত বয়সের বাচ্চাদের গ্রোথের জন্য প্ল্যান্ট প্রোটিন (উদ্ভিজ আমিষ) পর্যাপ্ত না। বাচ্চাকে এনিমেল প্রোটিন (প্রাণীজ আমিষ) খেতেই হবে। প্রাণীজ আমিষ প্রাণীজ আমিষ-ই, উদ্ভিজ আমিষ উদ্ভিজ আমিষ-ই।' তিনি বলেন, চাল থেকে প্রাপ্ত আমিষ কখনো প্রাণীজ আমিষের "সাবস্টিটিউট" হতে পারে না।

'এনিমেল প্রোটিনের ক্ষেত্রে যে ২০টি অ্যামাইনো এসিড দিয়ে প্রোটিন তৈরি হচ্ছে, তা গ্রোথের জন্য যে মাত্রায় দরকার, সেটা উদ্ভিজ আমিষ দিয়ে সরবরাহ সম্ভব না। সেকারণেই গ্রোথের জন্য এনিমেল প্রোটিন লাগবে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার শক্তির কত শতাংশ কোন খাত থেকে আসবে, সেটা তো গাইডলাইন করে দেয়া আছে। প্রতি কেজি ওজনের জন্য দশমিক ৮ গ্রাম প্রোটিন দরকার। সেক্ষেত্রে, যতটুকু প্রোটিন সে খাবে, তার ১০-২০ শতাংশ এনিমেল প্রোটিন থাকতে হবে।' বাংলাদেশের মানুষ যেহেতু ভাত বেশি খায়, তাই তাদের দৈনিক প্রোটিনের চাহিদার অনেকটাই এখান থেকে পূরণ হয়ে যায়। কিন্তু তারা মানসম্পন্ন প্রোটিন খাচ্ছে কিনা, সেটাই মূল প্রশ্ন হওয়া উচিৎ বলে মনে করেন মিজ নাজমা।

'বাংলাদেশের মানুষের প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে সমস্যা নাই। আমাদের যে চাহিদা, ভাত বেশি খাওয়ায় সেটা এমনিতেও ফুলফিল হয়ে যায়। কিন্তু সেজন্য তো আমরা ভাত বেশি খাওয়াকে রিকমেন্ড করতে পারি না। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রোটিন কোয়ালিটি। কারণ, এনিমেল প্রোটিন এবং প্লান্ট প্রোটিনের কোয়ালিটি এক না।'

'প্লান্ট প্রোটিনের যে কোয়ালিটি, তাতে যে পরিমাণ অ্যামাইনো এসিড থাকার কথা, সেটা থাকে না। তাই, প্রোটিনের কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি, দু'টোই নিশ্চিত করতে হয়। প্রোটিন যদি পুওর কোয়ালিটির হয়, সেক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি ঠিক করেও কোনও লাভ নাই,' যোগ করেন তিনি।

বাংলাদেশে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ধান এই প্রথম? যখন কোনও ধানে প্রোটিনের পরিমাণ ৯ শতাংশের বেশি থাকে, তখন সেটিকে উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ধান হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই হিসেবে, বাংলাদেশে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ ধানের উদ্ধাবন এটাই প্রথম না। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ধানের প্রজাতি উদ্ভাবন করা হয় ১৯৯৭ সালে, ধানটির নাম ব্রি ধান ৩৪। এরপর সময়ের সাথে সাথে আরও অনেক প্রজাতির ধান এসেছে, যেগুলোর সবগুলোতেই প্রোটিনের পরিমাণ ১০ শতাংশের কাছাকাছি। ব্রি ধান ৩৪-এর পর এসেছে— ব্রি ধান ৩৬, ব্রি ধান ৩৭, ব্রি ধান ৬৬,ব্রি ধান ৮১,ব্রি ধান ৮৬ ,ব্রি ধান ৯০,ব্রি ধান ৯১,ব্রি ধান ৯৬, ব্রি হাইব্রিড ৪,ব্রি হাইব্রিড ৭,কিন্তু পার্থক্য হলো, ব্রি ধান ৩৪ উদ্ভাবনের অনেক পরে জানা গেছে যে এটি উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ ধান।

মি. কাদের বলেন, 'ভারতেও কয়েকটা প্রজাতি এর আগে অনুমোদন পেয়েছে। আমাদেরও ১০-১১ শতাংশ প্রোটিনসমৃদ্ধ ধানের কিছু কিছু প্রজাতি এর আগে আগে থেকেই হচ্ছে।'

'পার্থক্য হলো, আগে সেগুলো টার্গেট (লক্ষ্য নিয়ে) করে করিনি। কিন্তু এখন আমরা সাধারণ মানুষের পুষ্টির কথা বিবেচনা করে টার্গেট করে করছি যে প্রোটিন হাই হতে হবে। কবে নাগাদ বাজারে আসবে? মি. কাদের জানান, এবছর বীজ উৎপাদন করা হলে ২০২৫ সালের মে মাসের পর এই ধানের চাল বাজারে আসবে। বীজ কৃষকদের হাতে চলে গেলে কত হেক্টর জমিতে এই ধানের চাষ হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'একটা প্রজাতি উদ্ভাবন হওয়ার সাথে সাথে কৃষকদের হাতে যায় না। এটার আস্তে আস্তে প্রসার হবে। সেই হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা পূর্ণাঙ্গভাবে মাঠে যেতে তিন থেকে পাঁচ বছর লেগে যাবে।' 'আর, এই বছর কী পরিমাণ বীজ উৎপাদন করতে পারবো আমরা, তার ওপর নির্ভর করছে যে কতটুকু ধান উৎপাদন হবে। আমাদের ধারণা, এবছর আমাদের পক্ষে ২০-৩০ টনের বেশি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব না।' তিনি জানান, এই ধানের উৎপাদনে বাড়তি কোনো খরচ হবে না। তাই দাম সাধারণ মানুষের নাগালেই থাকবে। 'তবে এটার গ্রেইন কোয়ালিটি ভালো হলে বাজারদর কিছুটা বেশি থাকবে। আমরা সবাই-ই জানি যে বাজারে মোটা চালের দাম চিকন চালের দামের চেয়ে ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি পড়ছে। কিন্তু আমরা আশা করি, দাম নাগালের মাঝেই থাকবে। যেহেতু এর উৎপাদন খরচ অন্যান্য ধানের মতোই।'

শুষ্ক ত্বকের জন্য উপকারী এই ৫ ফেসিয়াল

গ্রীষ্মকালে শুষ্ক ও জলশূন্য ত্বকের সাথে লড়াই করতে হয়। বিশেষ করে যাদের ত্বকের ধরন শুষ্ক, তাদের এই সমস্যা পোহাতে হয় অনেক বেশি। দেখা যায় ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারের পরেও ঘন ঘন ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ছে। শুষ্কতা দূর করার পাশাপাশি নিস্তেজ ত্বকে উজ্জ্বলতা আনতে ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট ভালো উপায়। জেনে নিন শুষ্ক ত্বকের উপযোগী ফেসিয়াল কোনগুলো।

১। হাইড্রেটিং ফেসিয়াল

গ্রীষ্মকালে হাইড্রেটিং ফেসিয়াল প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা এবং হাইড্রেশন যোগ করে ত্বকে। এই ধরনের ফেসিয়ালে সাধারণত মৃদু এক্সফোলিয়েশন থাকে, ত্বকের মৃত কোষগুলোকে অপসারণ করতে সাহায্য করে। এরপর হাইড্রেশন সিরাম, একটি মাস্ক, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন এবং অ্যালোভেরা সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা হয়। হাইড্রেটিং ফেসিয়াল ত্বকের আর্দ্রতার মাত্রা পূরণ করে, শুষ্কতা প্রশমিত করে এবং কোমল, নরম এবং সতেজ রাখে ত্বক।

২। হায়ালুরোনিক অ্যাসিড ফেসিয়াল

আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য পরিচিত একটি শক্তিশালী উপাদান হায়ালুরোনিক অ্যাসিড। এই ফেসিয়াল হাইড্রেটিং বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ যা ত্বকের ছিদ্রগুলোকে গভীরভাবে আর্দ্র করে। এই ফেসিয়ালে সাধারণত হায়ালুরোনিক অ্যাসিড- মিশ্রিত সিরাম, মাস্ক এবং ময়েশ্চারাইজার প্রয়োগ করা হয়।

৩। ভিটামিন সি ফেসিয়াল

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত ভিটামিন সি। ত্বককে উজ্জ্বল এবং পুনরুজ্জীবিত করতে পারে ভিটামিন সি ফেসিয়াল। সিরাম এবং মাস্কে ত্বকের শুষ্কতা ও নিস্তেজতা দূর করতে পারে ভিটামিন সি ফেসিয়াল। ত্বককে পরিবেশগত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি কোলাজেন উৎপাদনকে বাড়ায় এই ফেসিয়াল।

৪। দুধ এবং মধুর ফেসিয়াল

দুধ এবং মধুর মিশ্রণ শুষ্ক এবং সংবেদনশীল ত্বককে প্রশমিত করে। দুধ ত্বককে হাইড্রেট করে এবং প্রশমিত করে, মধু প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে এবং মসৃণতা নিয়ে আসে ত্বকে। দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা ত্বকের মৃত কোষ দূর করে। অন্যদিকে, মধু একটি প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট যা ত্বকের আর্দ্রতা আরও আটকে রাখে। এই ফেসিয়ালটি সপ্তাহে দুইবার বাড়িতেও করতে পারেন।

৫। অক্সিজেন ফেসিয়াল

শুষ্ক ত্বকের জন্য অক্সিজেন ফেসিয়াল দারুণ উপকারী। এই ফেসিয়াল অক্সিজেন, পুষ্টি এবং ভিটামিনের একটি শক্তিশালী মিশ্রণ সরবরাহ করে ত্বকে। এটি ত্বকে জমে থাকা ময়দা অপসারণ করে। এরপর অক্সিজেনের একটি চাপযুক্ত প্রবাহ প্রয়োগ করা হয়, যা উদ্ভাবনী সিরাম ব্যবহার করে ত্বকে প্রবেশ করানো হয়। অক্সিজেন ফেসিয়াল ত্বককে হাইড্রেট করতে, রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে এবং কোষের পুনর্জন্মকে আরও উদ্দীপিত করতে সহায়তা করে।

ক্রিম ও লোশনের পার্থক্য কি ?

ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলে আমরা ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করি। এতে ত্বক ময়েশ্চারাইজড হয়। অনেকেই মনে করেন ক্রিম ও লোশন বুঝি একই জিনিস। তবে এটি ভুল ধারণা। এই দুটোর মধ্যে রয়েছে অনেকটাই তফাৎ। লোশন ও ক্রিমের কাজ করার পদ্ধতি একেবারেই আলাদা।

এই দুটোর মধ্যে রয়েছে অনেকটাই তফাৎ। আর সেই কারণেই এই দুটোর ত্বকের কাজ করার পদ্ধতি একেবারেই আলাদা।

লোশন ক্রিমের চেয়ে অনেকটাই হালকা। লোশনে পানির পরিমাণ বেশি মাত্রায় থাকে, মানে লোশন হয় ওয়াটার বেসড। অন্যদিকে, ক্রিম লোশনের তুলনায় অনেকটাই ভারী হয় এবং এতে তেলের মাত্রা বেশি থাকে এবং জলের মাত্রা থাকে কম। লোশনে জলের পরিমাণ বেশি থাকায় এটা তরল আকারের হয় এবং ব্যবহার করা সুবিধাজনক। অন্যদিকে ক্রিম বেশ ঘন হয়।

ক্রিম বা লোশন যাই ব্যবহার করুন না কেন, আগে ত্বকের ধরন বুঝে নেওয়া চাই। অর্থাৎ ত্বক শুষ্ক বা তৈলাক্ত হলে কিংবা মিক্সড হলে সেটা বুঝেই লোশন বা ক্রিম ব্যবহার করা উচিত। ত্বক যদি খুব শুষ্ক হয়, তাহলে অয়েল বেসড ক্রিম ব্যবহার করুন। এক্ষেত্রে লোশন এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। অন্যদিকে, যদি আপনার ত্বক তৈলাক্ত হয় বা মিশ্র হয়, তাহলে নিশ্চিন্তে মাখুন লোশন।

রাতে ভেষজ চা পান করলে মেটাবলিজম সক্রিয় হয়

রাতে ভেষজ চা পান করলে মেটাবলিজম সক্রিয় হয়। পাশাপাশি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করতেও সাহায্য করে।

বর্তমানকালে মানুষ ওজন কমানোর জন্য এবং ফিটনেস ধরে রাখতে ব্যায়ামের পাশাপাশি ডায়েটের দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন। বিশেষ করে যাদের শরীরের মধ্যে পেটে মেদ বেড়েছে, তারা জিমে প্রচুর ব্যায়াম করেন। মাত্রাতিরিক্ত ব্যায়াম না করেও শরীরের মেদ কমানো যায়। রোজ রাতে হার্বাল চা পান করলে এই সমস্যা থেকেও মুক্তি পেতে পারেন। ভেষজ চা যে কোনও ব্যক্তির চর্বি দ্রুত পুড়বে।

ভেষজ চা বিভিন্ন গাছপালা, ভেষজ এবং মশলা থেকে তৈরি করা হয়। এতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং হজম-বর্ধনকারী বৈশিষ্ট্যগুলি শরীরের ফ্যাট বার্ন করার প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করতে পারে। রাতে ভেষজ চা পান করলে শরীর শিথিল হয় এবং ঘুম ভালো হয়। যা ওজন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে এটি সঠিক পদ্ধতিতে পান করা জরুরি।

সবুজ চা/গ্রিন টি — গ্রিন টিতে উপস্থিত ক্যাটেচিন নামক উপাদান বিপাক বাড়াতে এবং দ্রুত মেদ পোড়াতে সাহায্য করে। এই চা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতেও সাহায্য করে। এক কাপ গ্রিন টি তৈরি করে তাতে লেবু বা মধু যোগ করুন। রাতের খাবারের পরে ৩০-৬০ মিনিট ধরে তা পান করুন। পুদিনা চা — এই চা মেটাবলিজম হার বাড়ায়। যা পেটের মেদ কমাতে সাহায্য করে। পিপারমিন্ট চা পান করলে পেটে ভারী ভাব অনুভূত হয় না। তাজা পুদিনা পাতা সিদ্ধ করে চা প্রস্তুত করুতে পারেন। ঘুমোনের আগে তা পান করুন। ক্যামোমাইল চা --- ক্যামোমাইল চা শরীরকে শিথিল করে। পর্যাপ্ত ঘুম শরীরের মেটাবলিজমের ভারসাম্য বজায় রাখে। যা ওজন হ্রাসে সহায়ক। ক্যামোমাইল চা পান শরীরের চাপ হ্রাস করে। যা ফ্যাট বার্ন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে। এক কাপ জলে ক্যামোমাইল ফুল ফুটিয়ে নিন। ঘুমোনোর ৩০-৪০ মিনিট আগে পান করুন। ভেষজ চা পানের পাশাপাশি সুষম খাদ্য ও নিয়মিত ব্যায়ামও করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একদিনে এক বা দুই কাপের বেশি এই রকম ভেষচ চা পান করবেন না।

দাঁত ব্রাশ করার পরেও মুখে দুর্গন্ধ হচ্ছে

মুখে দুর্গন্ধ হওয়া খুব অস্বস্তিকর বিষয়। অনেকেই ভাবেন, শুধু সঠিকভাবে মুখ পরিষ্কার না করলেই মুখে দুর্গন্ধ হয়। এটি অবশ্যই অন্যতম একটি বড় কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। দুই বেলা নিয়ম মেনে দাঁত ব্রাশ করার পরেও যদি মুখে দুর্গন্ধ হয়, তবে এর পেছনে থাকতে পারে অন্য কারণ। জেনে নিন কোন কোন কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে।

সমস্যা ও মুখে ব্যাকটেরিয়া জমার ফলে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হওয়ার সমস্যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে "হ্যালিটোসিস।" কম পানি খাওয়া, পেটের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য, ঘুমের সময় মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার ফলে মুখে দুর্গন্ধ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ভেতর যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে থুতু বা স্যালাইভা তৈরি না হয়, তখন তাকে বলে ড্রাই মাউথ। এই পরিস্থিতিতে শরীর নিজে থেকে মুখের ভিতর পরিষ্কার করতে পারে না। খাবারের কণা মুখের ভিতর রয়ে যায়, তার থেকেই মুখে দুর্গন্ধ হয়। নানা কারণে মুখের ভিতর শুষ্ক হয়ে যেতে পারে, যেমন ডিডাইড্রেশন, তামাক সেবন, কফি বা অ্যালকোহল খাওয়া, শুকনো ও মসলাদার খাবার খাওয়া ইত্যাদ।

স্টোনের কারণে মুখে দুর্গন্ধ হয়। অনেক সময় টনসিলের উপর খাবার জমা হয়ে জমে যায়, যার ফলে টনসিল স্টোন তৈরি হয়। এর ফলে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। ক্ষ ভিটামিন ডি এর ঘাটতি হলে মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে। এই ভিটামিন দাঁত ভালো রাখে, ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে। দেহে পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি না থাকলে দাঁতের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়, ফলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। ক্ষসংক্রমণ হলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। সাইনাস থেকেই মূলত মিউকাস তৈরি হয়। সাইনাসে সংক্রমণ হলে নাক কিংবা মুখ দিয়ে গাঢ় হলুদ বা সবুজ রঙের মিউকাস বেরিয়ে আসে, যার ফলকে মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। ক্ষ ভিটামিন সি এর ঘাটতি হলে মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে, মুখের ভেতরে ধরনের ক্ষত দেখা যায়। এই ক্ষত থেকে মুখে সংক্রমণ ঘটতে পারে। মুখে জীবাণু সংক্রমণ, নানা ধরনের ক্ষতের কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে মুখে।

জুস না স্মুদি, স্বাস্থ্যের জন্য কোনটি বেশি উপকারী ?

প্রায়শই মানুষের মনে প্রশ্ন আসে যে, জুস নাকি স্মুদি কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী। আপনার মনেও যদি এই প্রশ্ন আসে, তা হলে জেনে নিন কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

সারাদিন ব্যস্ততার মাঝে আজকাল মানুষ নিজের প্রতি মনোযোগ দিতেই ভুলে গেছে। এই কারণে অনেক মানুষ অল্প বয়সে মারাত্মক রোগের কবলে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে যে কারও জীবনে ছোট ছোট ইতিবাচক পরিবর্তন এনে নিজেকে সুস্থ এবং ফিট রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই এটা বলে থাকেন যে, ব্যস্ততার কারণে নিজেদের জন্য সময় বের করতে পারছেন না। এই সকল কথা বললে শরীর তো বুঝতে পারবে না। হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভবনাই বাড়বে। কাই একটি সুষম ডায়েটের দিকে নজর দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, যে খাবার খাচ্ছেন, তা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী সেদিকেও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়াও, অনেকে খাবারের সঙ্গে জুস বা স্মুদি পান করে থাকেন। শরীরে কোনটির কেমন প্রভাব পড়ে?

অনেকের মনে প্রায়ই এই প্রশ্ন আসে যে, জুস ও স্মুদির মধ্যে কোনটি বেশি উপকারী। এই প্রশ্নের উত্তরে আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ ডঃ কিরণ গুপ্ত জানিয়েছেন, জুস এবং স্মুদি দুটোই স্বাস্থ্যকর পানীয়। তবে স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে স্মুদি বেশি উপকারী। তিনি বলেন, "স্মুদিতে যদি চিনি ও লবণ ব্যবহার না করেন, তা হলে এটি খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায়।"

ডিওয়াইএফআই মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

চড়া দামে ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী বিক্রি করার অভিযোগে শিলচর মেডিক্যালে ধৃত এক

শিলচর (অসম), ২৩ মার্চ (হি.স.) : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চড়া দামে ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী বিক্রি করার অভিযোগে ইয়াদম তাঁতি নামের এক দালালকে হাতেনাতে পাকড়াও করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনার পর অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান তীব্র করেছেন মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. ভাস্কর গুপ্ত জানান, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ডা. ঋতুরাজ ঠাকুরিয়া ডায়ালাইসিস ইউনিটের কাছে সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে পাকড়াও করেছেন। সে ক্যাথেটার সহ প্রচুর চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে এসে জনৈক রোগীর অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে সেগুলি বিক্রির জন্য দর কষাকষি করছিল। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তিটি তার নাম ইয়াদম তাঁতি বলে জানিয়েছে। ইতিমধ্যে ধৃত তাঁতিকে ঘুংঘুর পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সুপারিনটেনডেন্ট ডা. গুপ্ত জানান, এ ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী বা দালাল হাসপাতালের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, 'মেডিক্যাল চত্বরে এ ধরনের সন্দেহজনক ব্যক্তির তৎপরতার খবর আমাদের কাছে আছে। তাই অতি সম্প্রতি আমরা পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ডা. গুপ্ত জানান, জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত স্বীকার করেছে, সে তিন থেকে চার মাস থেকে হাসপাতালে এ ধরনের কাজ করছে, এমনকি অসাধু এই চক্রের সাথে জড়িত ওষুধের ডিস্ট্রিবিউটার এবং ফার্মাসি মালিকদের নামও প্রকাশ করেছে ধৃত ইয়াদম তাঁতি।

তিনি বলেন, 'শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আমরা দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ধরনের অপকর্ম বন্ধ করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা রেখে যাব।' তিনি আরও বলেন, 'এ ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।' পাশাপাশি তিনি বলেন, লিখিত প্রমাণের অভাবে প্রায়ই সন্দেহভাজনদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই রোগী এবং তাঁদের পরিবারকে এগিয়ে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে এফআইআর দায়ের করার আহ্বান জানিয়েছেন ডা. ভাস্কর গুপ্ত।

শ্রীভূমির বাটইয়ায় জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, হতাহত দুই, উভয়েই মহিলা

শ্রীভূমি (অসম), ২৩ মার্চ (হি.স.) : আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ইফতার শেষে স্বগৃহে ফেরার পথে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনার বলি হয়ে প্রাণ হারালেন জনৈক মহিলা। একই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরেক মহিলা। ঘটনার পর ঘাতক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। নিহতকে হাসনা বেগম এবং গুরুতরভাবে আহতকে রেজিয়া খাতুন বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত বাটইয়া গন্ধর্ভখানি গ্রামের জনৈক জামাল উদ্দিনের স্ত্রী রেজিয়া খাতুন এবং বোন হাসনা বেগম এলাকায় তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ইফতার করে ৮ নম্বর অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়ক ধরে স্বগৃহে ফিরছিলেন। বাটইয়া সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে একটি দ্রুতগামী চার চাকার গাড়ি তাদেরকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটি দেখে আহতদের উদ্ধার করে নিলামবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। হাসপাতালে তাদের পরীক্ষা করে জামাল উদ্দিনের বোন হাসনা বেগমকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ মৃত হাসনা বেগমের বড় ভাই ঈদগাহ সিনিওর মাদ্রাসার প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট তথা ঈদগাহ হাইস্কুলের শিক্ষক মওলানা কমর উদ্দিনের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে ঘটনার জন্য শোক ব্যক্ত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

অন্যদিকে আহত জামাল উদ্দিনের স্ত্রী রেজিয়া খাতুনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিলামবাজার থানার পুলিশ। ঘাতক গাড়িকে শনাক্ত করতে পুলিশ চেষ্টা চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

লংকার নতুন পাঁচভাণ্ডারে মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

হোজাই (অসম), ২৩ মার্চ (হি.স.) : হোজাই জেলার অন্তর্গত লংকা শহর সংলগ্ন নতুন পাঁচভাণ্ডার গ্রামে জনৈক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অঞ্চল জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। মৃতদেহটি লংকা শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অমর সরকার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে নতুন পাঁচভাণ্ডার গ্রামের সেগুন বাগানে স্থানীয় বাসিন্দারা মৃতদেহটি দেখে লংকা থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটির প্রাথমিক ইনকুয়েস্ট করে ময়না তদন্তের জন্য নগাঁও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে গতকাল শনিবার বিকাল থেকে অমর সরকার নিখোঁজ ছিলেন। মৃতদেহের শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। পরিবারের সদস্যরা অমর সরকারের মৃত্যুকে সহজে মেনে নিতে পারছেন না, তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। পুলিশ ঘটনাকে অস্বাভাবিক বলে তদন্ত শুরু করেছে।

ভেজাল ও নকল ওষুধ রুখতে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি ওষুধ বিক্রেতা সংগঠনের

বাঁকুড়া, ২৩ মার্চ (হি.স.): দেশজুড়ে ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধে বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষ ও রোগীর পরিবার। ওষুধের মুদ্রিত মূল্যের ওপর ছাড় দেওয়া নিয়েও দেখা দিয়েছে সন্দেহ।

ড্রাগ কন্টোল বিভাগের অভিযানে বিভিন্ন স্থানে ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ ধরা পড়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে পথে নেমেছে বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।

রবিবার বাঁকুড়ার মাচানতলা মোড়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের বাঁকুড়া শাখার প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ আগরওয়াল জানান, সারা দেশে এমনকি রাজ্যের আমতা ও কলকাতার কিছু এলাকায়ও ড্রাগ কন্টোল বিভাগের অভিযানে ভেজাল ওষুধ উদ্ধার হয়েছে।

তিনি জানান, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ওষুধের নির্ধারিত মূল্যের ওপর ছাড় দিয়ে বিক্রি করছেন, যা মানুষকে প্রতারিত করছে। তিনি জানান, সরকার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ওষুধের উৎপাদন মূল্য, পরিবেশক ও খুচরা বিক্রেতার লাভ নির্দিষ্ট থাকে। সেক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যের ওপর ছাড় দেওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ওষুধের মান ও সঠিক দামে বিক্রি নিশ্চিত করতে এবং ভেজাল ওষুধ রুখতে সরকারি পর্যায়ে কঠোর নজরদারির দাবি জানান দিলীপ আগরওয়াল। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সরকারের ৩০০টি ওষুধে বারকোড বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি প্রতিটি ওষুধে বারকোড বসানোর দাবিও তোলেন তিনি। এতে ওষুধের প্রকৃত মান ও তথ্য সম্পর্কে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই সচেতন হবেন বলে জানান তিনি।

লংকায় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতা সভা

হোজাই (অসম), ২৩ মার্চ (হি.স.) : কৃষ্ণ বরা বিএড কলেজের বিএড দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করেন। শনিবার অনুষ্ঠিত সভার পৌরোহিত্য করেন ডাবলং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ননীগোপাল চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ছিলেন তারাশংকর দত্ত, সহকারী অধ্যাপক এবং আইকিউএসি সমন্বয়কারী, কৃষ্ণ বরা বিএড কলেজ, গীতিকা ফুকন, সহকারী অধ্যাপক, কৃষ্ণ বরা বিএড কলেজ, গোবিন্দ দত্ত, অধ্যক্ষ, লস্কর পাঁচালি উচ্চ বিদ্যালয় এবং সিনিয়র শিক্ষক বীরেন চন্দ্র।

সভায় বারদোলির ডাবলং গ্রামের গাঁওবুড়া আব্দুল খালেক কীভাবে সমাজ থেকে কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করে সুন্দর সমাজ গঠন করা যায় সে বিষয়ে বক্তব্য পেশে করেছেন। এছাড়া বিএড দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষক প্রশিক্ষার্থীরা কুসংস্কারের ওপর একটি নাটক পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে এলাকার বহু মহিলা-পুরুষ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ছিলেন শিক্ষিকা গীতিসমা বরা, প্রিয়াঙ্কা দেবী, ভাগ্যবতী পেগু, প্রতিভা বরা, মনীষা দেবী, নন্দিতা টায়ে, দীপিকা টায়ে, তন্ময়ী শইকিয়া, নিকুমণি পেগু, নীরজ নিরৌলা, বাপ্পন নাথ, ইমরান হোসেন, মসরুর আহমেদ, দীপশিখা দত্ত, পূর্ণিমা পেগু, প্রিয়মবদা বরপাত্র গোহাঁই, শাহনাজ ওয়াহিদ প্রমুখ বহুজন।

অবসর পরিকল্পনা জানালেন লুকা মদ্রিচ

মাদ্রিদ, ২৩ মার্চ(হি.স.): বয়স পেরিয়ে গেছে ৩৯। তারপরও লুকা মদ্রিচের অবসর নিয়ে কোনও চিন্তা ভাবনা নেই। এ নিয়ে চলছে গুঞ্জন। কিন্তু তিনি খেলেই চলেছেন। চলতি মরসুমে রিয়ালের হয়ে সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার হিসেবে মাঠে নামার ও গোল করার ইতিহাস গড়েছেন মদ্রিচ।

সে সবের ইতি টেনে শনিবার ফরাসি এক সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মদ্রিচ তার অবসরের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে,''অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি কোনও তাড়াহুড়া করতে চাই না। বরাবরের মতোই আমি বলে এসেছি, আমি রিয়াল মাদ্রিদ থেকে অবসর নিতে চাই। যেটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো। দেখা যাক কি হয়।'

রিয়ালের সঙ্গে চলতি মরসুমে চুক্তি শেষ হবে মদ্রিচের। সেপ্টেম্বরে ৪০ বছর পূর্ণ হতে যাওয়া এ ফুটবলারকে আর একটি মরসুম ক্লাব রাখে কি না সেটাই এখন দেখার।

টি-২০ সিরিজ : পাকিস্তানের পরাজয়, সিরিজ জিতলো নিউজিল্যান্ড

মাউন্ট মাউঙ্গানুই, ২৩ মার্চ (হি.স.): ব্যাটে-বলে কোনও দিক দিয়েই রবিবার চতুর্থ টি-২০ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি পাকিস্তান। ১০৫ রানে অল-আউট হয়ে হেরেছে ১১৫ রানের বিশাল ব্যবধানে। আর এই জয়ে ৩-১ ব্যবধানে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ জিতে নিল নিউজিল্যান্ড।

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে দুর্দান্ত ব্যাটিং শুরু করে নিউজিল্যান্ড। ৪.১ ওভারেই উদ্বোধনী জুটিতেই আসে ৫৯ রান। টিম সেইফহার্ড ২২ বলে ৪৪ আর ফিন অ্যালেন করেন ২০ বলে খেলেন ৫০ রানের ইনিংস। এছাড়া মার্ক চাপম্যান ১৬ বলে ২৪, ড্যারি মিচেল ২৩ বলে ১৯ রান, অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল ২৬ বলে ৪৬ রানের সুবাদে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ২২০ রানের পাহাড় গড়ে স্বাগতিকরা। হারিস রউফ নেন ২৭ রানে ৩ উইকেট আর আবরার আহমেদ ৪১ রানে ২টি উইকেট।

রান তাড়া তা করতে নেমে পাকিস্তান নিউজিল্যান্ডের বোলিং এর কাছে দিশেহারা হয়ে যায়। প্রথম ৩ ব্যাটার তো দুই অংকেই পৌঁছাতে পারেননি। চারে নামা ইরফান করেন ১৬ বলে ২৪ রান ও শেষের দিকে ব্যাটসম্যান আব্দুল সামাদের ৩০ বলে ৪৪ রান পাকিস্তানকে একশ রান পেরোতে সাহায্য করে। পাকিস্তানের ১১ জনের মধ্যে ৯ জন ব্যাটসম্যান দুই অংকে যেতে পারেননি। ১৬.২ ওভারে মাত্র ১০৫ রানে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২০ রানে ৪ উইকেট নেন জ্যাকব আর জ্যাকারি ফোকস নেন ২৫ রানে ৩টি।

পরীক্ষায় ফেল করে নবম শ্রেণির ছাত্রীর আত্মহত্যা

অম্বিকাপুর, ২৩ মার্চ (হি.স.): ছত্তিশগড়ের অন্তর্গত সরগুজা জেলার গান্ধীনগর থানার পাটপারিয়া এলাকায় রবিবার নবম শ্রেণির এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতা স্থানীয় একটি কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী ছিল। একটি বিষয়ে ফেল হওয়ায় মানসিক চাপে সে এই চরম সিদ্ধান্ত নেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম, আগামী নভেম্বরে গুয়াহাটিতে ক্রিকেট টেস্ট ও বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা

গুয়াহাটি, ২৩ মার্চ (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম টেস্ট ক্রিকেটের ভেন্যু গুয়াহাটি। চলতি বছর (২০২৫) আগামী নভেম্বরে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে, জানিয়েছেন বিসিসিআই-এর সাধারণ সম্পাদক দেবজিৎ শইকিয়া।

আজ রবিবার বিসিসিআই-এর সাধারণ সম্পাদক দেবজিৎ শইকিয়া এ খবর দিয়ে জানান, এ বছরের শেষের দিকে নভেম্বর মাসে আইসিসি মহিলা ওয়ান-ডে বিশ্বকাপের সময় গুয়াহাটিতে প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচের আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত গুয়াহাটিতে কোনও টেস্ট এবং বিশ্বকাপ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়নি। গতকাল শনিবার বিসিসিআই-এর এপেক্স কাউন্সিলের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এ বছর গুয়াহাটি দুটি ম্যাচের আয়োজন করবে।

শইকিয়া জানান, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয়টি ২২ নভেম্বর থেকে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (এসিএ) স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। এই ম্যাচ গুয়াহাটিকে টেস্ট ক্রিকেটের মানচিত্রে স্থান দেবে, বলেন তিনি।

বিসিসিআই-এর সাধারণ সম্পাদক দেবজিৎ শইকিয়া বলেন, এসিএ স্টেডিয়ামে আইসিসি মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের পাঁচ থেকে ছয়টি ম্যাচও অনুষ্ঠিত হবে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেট ম্যাচ। মহিলা বিশ্বকাপ ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। সময়সূচি চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। এর মধ্যে গুয়াহাটিকে একটি ভেন্যু হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেটের ভেন্যু হিসেবে নির্বাচনের জন্য তিনি আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ওবিসি ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনষ্ঠিত হয় রবিবার।

তীব্র জল সংকট ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে

হাফলং (অসম), ২৩ মার্চ (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ে জলের সংকট তীব্র রূপ ধারণ করেছে। ডিমা হাসাও জেলায় অবাধে বনাঞ্চল ধ্বংস করা ও গাছপালা কেটে ফেলা সহ জুম ক্ষেতের জন্য বনাঞ্চল জ্বালিয়ে দেওয়ায় পাহাড়ে গত কয়েক বছর থেকে বৃষ্টির মাত্রা কমে গেছে। তাছাড়া পাহাড়ি নদীগুলি থেকে পাথর তুলে নেওয়ার জেরেও তীব্র জল সংকট দেখা দিয়েছে।

ডিমা হাসাও জেলা সদর শহর হাফলঙে তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। জলের সংকটে হাহাকার পরিস্থিতি শহর জুড়ে। ডিমা হাসাও জেলায় জলের সমস্যা এখন নিয়মিত। তবে ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিলে জলের সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করে ওই সময় জলের উৎসস্থল পাহাড়ি নদীগুলি সব শুকিয়ে যায়। তাই জলের সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

বিশেষজ্ঞ ও পরিবেশবিদদের মতে, আগামী পাঁচ ছয় বছরে ডিমা হাসায়েও জলের সমস্যা আরও ভয়াবহ হবে। কারণ বর্তমানে যে ভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে এবং গাছ পালা কেটে ফেলা হচ্ছে, পাহাড়ি নদীগুলি থেকে পাথর তুলে পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে এতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এতে বৃষ্টির পরিমাণ কমে গেছে পাহাড়ি জেলায়। যার দরুন জলের জন্য পাহাড়ি জেলার সাধারণ মানুষকে রীতিমতো যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে। শৈলশহর হাফলঙে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের জল সরবরাহ অনিয়মিত। শহরের বিভিন্ন এলাকায় তিন চার মাসে একবার জল সরবরাহ করা হয়। এর অন্যতম কারণ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের জলের উৎসস্থলগুলি শুকিয়ে যাওয়া। আর এতেই শৈলশহর হাফলঙে জলের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ বাছাইপর্ব: মলদোভার বিপক্ষে ৫-০ গোলে জয়ে নরওয়েকে অভিযান শুরু করতে সাহায্য করেছে হালান্ড

মলদোভা, ২৩ মার্চ(হি.স.) : শনিবার মলদোভার বিপক্ষে ৫-০ গোলে জয়ের মাধ্যমে নরওয়েকে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইতিবাচক সূচনা করতে সাহায্য করেছেন এরলিং হালান্ড। নরওয়ের তৃতীয় এবং শেষ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে ছিল ১৯৯৮ সালে, হালান্ডের জন্মের দুই বছর আগে।

এখন, হালান্ড আর্সেনালের মিডফিল্ডার মার্টিন ওডেগার্ডের সমন্বয়ে একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় ২০২৬ সালের টুর্নামেন্টে পৌঁছানোর উচ্চ প্রত্যাশা রাখে।

হালান্ড মলদোভার বিপক্ষে নরওয়ের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন। এর ফলে ২০১৯ সালে অভিষেকের পর থেকে দেশের হয়ে ৪০টি ম্যাচে তার ব্যতিক্রমী কেরিয়ারের গোলসংখ্যা ৩৯-এ পৌঁছেছে।

ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ, প্রিমিয়ার লিগ এবং এফএ কাপ জেতা হালান্ড এখনও তার দেশকে কোনও বড় টুর্নামেন্টে নিয়ে যেতে পারেননি। ২০২২ বিশ্বকাপে নরওয়ে ব্যর্থ হয়েছিল বাছাইপর্বে যেতে। ইনজুরির কারণে হালান্ড বেশ কয়েকটি ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়েন। প্রতিভাবান নরওয়ে দলটি ২০২৪ সালের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। স্পেন এবং স্কটল্যান্ডের পরে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিল তারা।

রাষ্ট্রবাদী অর্থ ও পরিসংখ্যান কর্মচারী সংঘের ত্রিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

খোয়াইয়ে ভগৎ সিংহের শহীদান দিবস

ডিওয়াইএফআই-র শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এসএফআই-র রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই ,২৩মার্চ: মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর বীর শহীদ ভগৎ সিংহের ৯৫ তম শহীদান দিবসে রবিবার খোয়াইয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় ডি ওয়াই এফ আই। এদিনই পৃথক ভাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এস এফ আই।এদিন সকালে সংগঠনের বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে শহর শহরতলীর যুবকর্মীরা জড়ো হন জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র সুভাষপার্কের সি পি আই (এম)-- র অঞ্চল কার্য্যালয়ের সামনে।এখানে প্রথমেই সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন ডি ওয়াই এফ আই -র বিভাগীয় সম্পাদক গৌতম পাল। শহীদ ভগৎ সিংহের প্রতিকৃতিতে ফুলে ফুলে শ্রদ্ধা জানান গৌতম পাল, গণ আন্দোলনের নেতা কানন দত্ত, যুবনেতা সুমন দেব, বিশ্বজিত দাস, তাপস দেব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।ভগৎ সিংহের জীবন ও সংগ্রাম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কানন দত্ত।

পরে পার্শনাথ মুকুল ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এস এফ আই-- র বিভাগীয় কমিটি।এখানে দশজন রক্তদান করেন এদিন।উপস্থিত ছিলেন গণ আন্দোলনের নেতা পদ্ম কুমার দেববর্মা, এস এফ আই -- র বিভাগীয় সভাপতি সৌরভ দেব ও বিভাগীয় সম্পাদক নারায়ন নমঃ দাস , প্রাক্তন ছাত্রনেতা মনোজ দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করেন।

১০০ বছর পূর্তিতে প্রচার কর্মসূচির পরিকল্পনা আরএসএস-এর, কোনও আনুষ্ঠানিক উদযাপন নয়

বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ (হি.স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) চলতি বছর প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্ণ করতে বেশ কয়েকটি প্রচার কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে। রবিবার বেঙ্গালুরুতে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকের শেষ দিনে আরএসএস-এর সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে জানান, এই বছর বিজয়াদশমীর প্রতিষ্ঠা দিবসে বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচি চালু করা হবে। তিনি আরও বলেন, এই কর্মসূচিগুলি সমাজের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সামাজিক অংশগ্রহণের চেষ্টা করবে। হোসবালে জানান, সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্যকে উন্নীত করার জন্য তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

ঔরঙ্গজেব বিতর্কের বিষয়ে হোসবালে স্পষ্ট করে বলেন, ঔরঙ্গজেব ভারতীয় নীতি ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করেন না। তিনি আরও বলেন, একজন আক্রমণকারী তাদের আইকন হতে পারে কিনা তা সমাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ সাংবিধানিক নয় এবং অনেক আদালত এই ধরনের পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রাথমিক বক্তব্যে হোসবালে জানান, অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুকে শহীদ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলাদেশে পাচারের পথে শ্রীভূমিতে বিএসএফ-এর অভিযানে বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকার আতশবাজি ও পূজার উপকরণ সামগ্রী

শ্রীভূমি (অসম), ২৩ মার্চ (হি.স.) : নেশাসামগ্রী নয়, এবার বাংলাদেশে পাচারের পথে আজ শনিবার ভোররাতে লক্ষাধিক টাকার আতশবাজি এবং পূজার উপকরণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে ১৬ নম্বর বিএন বিএসএফ। কাঁটাতারের বেড়া কেটে, নদী সীমান্ত দিয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে চোরাকারবারীরা। এবার বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে কৌশল অবলম্বন করলে পাচারকারীদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে বিএসএফ-এর তত্পরতায়। তবে চোরাকারবারীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে বিএসএফ সাফল্য লাভ করলেও এর সঙ্গে জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি।

সূত্রে জানা গেছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার রাত থেকে অভিযানে নামেন বিএসএফ-এর জওয়ানরা। বর্ডার রোডে টহল থাকার পর অতিরিক্তভাবে নিরীক্ষণ রাখা হয় উত্তর করিমগঞ্জের জগন্নাথি এলাকার ভিতরগুল সীমান্তকে। শেষে সাফল্য আসে আজ শনিবার ভোর রাতে। বাজেয়াপ্তকৃত সামগ্রীগুলি নিয়ে আসা হয় বিওপিতে।

বিএসএফ-এর জনৈক আধিকারিক জানান, উদ্ধারকৃত সামগ্রী সহ নৌকার বাজারমূল্যে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা। তিনি বলেন, সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দারা তথ্য সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছেন। সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাচালান সম্পূর্ণ বন্ধ করতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, আসন্ন বাসন্তী পূজা এবং নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের বাজারে চাহিদা বেড়েছে পূজার উপকরণ সামগ্রী সহ আতশবাজির। যার দরুন এ ধরনের সামগ্রী পাচারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে চোরাকারবারীরা। সুযোগ বুঝে ফেন্সিঙের উপর দিয়ে এগুলো পাচার করা হয় বাংলাদেশে।

দিল্লির আসন্ন বাজেট হবে জনগণের জন্য : বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ২৩ মার্চ (হি.স.): দিল্লির আসন্ন বাজেট হবে জনগণের জন্য। জোর দিয়ে বললেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। রবিবার বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, 'আসন্ন বাজেট জনগণের জন্য হবে, এবং বাজেটে সংকল্প পত্রে আমরা যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা থাকবে... আমরা দিল্লিকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং উন্নত করব। এটি জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা তৈরি বাজেট হবে। মুখ্যমন্ত্রী জনগণের কাছ থেকে জনগণের বিষয়ে ক্রমাগত পরামর্শ নিচ্ছেন। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও সাহায্য পাচ্ছি।'

নূন্যতম তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচেই, দক্ষিণবঙ্গে মনোরম আবহাওয়া

কলকাতা, ২৩ মার্চ (হি.স.): বৃষ্টির সৌজন্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় হ্রাস হয়েছে। রবিবারও কলকাতার নূন্যতম তাপমাত্রা থাকল স্বাভাবিকের নীচেই, তাপমাত্রা নামতেই মনোরম আবহাওয়া শহর থেকে শহরতলিতে। গ্রাম বাংলায় আবার শীতের মতো আমেজ অনুভূত হয়েছে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৫ ডিগ্রি নীচে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের কোনও কোনও জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে, ২৪ মার্চের পর আবহাওয়ার উন্নতি হবে। তারপর থেকে আবারও শুষ্ক হয়ে উঠবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া। একটু একটু করে বাড়বে তাপমাত্রা।

খোয়াই কালচারাল সেলের উদ্যোগে বসন্ত উৎসব উদযাপন, বর্ণাঢ্য রঙিন রেলিতে উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ মার্চ: বসন্তের আমেজে রঙিন হয়ে উঠল খোয়াই শহর। খোয়াই কালচারাল সেল এবং খোয়াই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বসন্ত উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত হলো বর্ণাঢ্য রেলি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আয়োজিত বসন্ত উৎসবের মূল অনুষ্ঠান এবং শহরে আয়োজিত রেলিতে স্থানীয় মানুষজনের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিনয় দেববর্মা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমীর কুমার দাস, অনুকূল দাস, রঞ্জন দাস, অনিমেষ নাগ, খোয়াই কালচারাল সেলের সভাপতি দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কাউন্সিলর পীযুষ কান্তি চৌধুরী সহ আরও অনেকে।

বসন্ত উৎসবের আবহে বিভিন্ন রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে রং এবং আবির নিয়ে রেলিতে অংশ নেন শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ।

উৎসবমুখর এই আয়োজনে শহরজুড়ে বসন্তের আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হয়। রেলি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহরবাসীরা বসন্তের সৌন্দর্য্য ও প্রাণবন্ততা উদযাপন করেন। খোয়াই শহরের এই বসন্ত উৎসব এলাকাবাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও মজবুত করেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, এমনটাই মনে করে সঙ্ঘ : দত্তাত্রেয় হোসাবলে

বেঙ্গালুরু, ২৩ মার্চ (হি.স.): অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, এমনটাই মনে করে সঙ্ঘ। রবিবার আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকে এই মন্তব্য করেছেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে।

অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমাদের সর্বদাই দাবি ছিল, সরকার এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের উচিত অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে বাংলাদেশি অথবা অন্য কোনও অবৈধ অভিবাসীও অন্তর্ভুক্ত, কার্যকর ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া। আমরা কখনও আলাদা কিছু বলিনি। তবে, যেহেতু এই বিষয়গুলি বারবার উত্থাপিত হচ্ছে, তাই আমরা আমাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করছি। সঙ্ঘের সদস্যরা-সহ অনেকেই বিশ্বাস করেন, অবৈধ অনুপ্রবেশের সমাধান করা উচিত।'

বাঁকুড়ায় চুরি যাওয়া ল্যাপটপ উদ্ধার গড়বেতায়

বাঁকুড়া, ২৩ মার্চ (হি.স.): একের পর এক ল্যাপটপ চুরির ঘটনার রহস্য উন্মোচন করল বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থেকে চুরি হওয়া দুটি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত ৪ ও ৬ মার্চ বাঁকুড়া শহরে দুটি পৃথক ল্যাপটপ চুরির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে বাঁকুড়া থানায় দুটি পৃথক অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ অপরাধস্থলের কাছে খালি পায়ে ঘোরাফেরা করা দুই তরুণীকে সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে। স্থানীয়দের মতে, ওই দুই তরুণীকে প্রায়ই শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত, যা পুলিশের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে তোলে।

১৮ মার্চ বাঁকুড়ার হাজরা গলি থেকে ওই দুই তরুণীকে গ্রেফতার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা ল্যাপটপ চুরির কথা স্বীকার করে। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ গড়বেতার চন্দ্রকোনা রোড এলাকা থেকে চুরি যাওয়া ল্যাপটপ দুটি উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই চক্রে আরও কেউ জড়িত কি না এবং তারা এর আগে অন্য কোথাও চুরির ঘটনায় যুক্ত ছিল কি না, তা জানতে তদন্ত চলছে।

উত্তর প্রদেশের জেল পরিদর্শনে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার

জয়নপুর, ২৩ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের জেলাশাসক ডঃ দিনেশ চন্দ্র ও পুলিশ সুপার ডঃ কৌশুভ রবিবার জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন। তাঁরা কারাগারের প্রতিটি ব্যারাকের নিরাপত্তা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার খোঁজ নেন।

পরিদর্শনে কোনও আপত্তিকর সামগ্রী মেলেনি। জেলাশাসক বন্দিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রান্নাঘরে বন্দিদের জন্য প্রস্তুত খাবারের মান পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া, কারাগারের হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা ও ওষুধের পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা শেষে জেল প্রশাসনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

নওয়াদায় ৩২৪ বোতল বিদেশি মদসহ ৪ গ্রেফতার

নওয়াদা, ২৩ মার্চ (হি.স.): বিহারের রাজৌলির চেকপোস্টে রবিবার আবগারি বিভাগ একটি বাস থেকে ৩২৪ বোতল বিদেশি মদসহ ৪ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। বাসটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

আবগারি সুপারিনটেনডেন্ট অরুণ কুমার মিশ্র জানান, কলকাতার বাবুঘাট থেকে মদ নিয়ে নওয়াদার মাখরে সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল। বাজেয়াপ্ত মদের মূল্য প্রায় ৩ লাখ টাকা।

উত্তর প্রদেশে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ১

বিজনৌর, ২৪ মার্চ (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বিজনৌরের ধামপুর থানার অন্তর্গত সুহাগপুর গ্রামের কাছে শনিবার রাতে দুটি ট্রাকের সংঘর্ষে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে এবং অপর চালক গুরুতর আহত হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধামপুর-শেরকোট রাস্তায় দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই এক চালকের মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে এবং আহত চালকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা সহ স্বাভাবিক জনজীবন ও ব্যাহত হয়েছিল। অবশেষে বন্ধ প্রত্যাহারের ফলে জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত হবে, স্বাভাবিক হবে যান চলাচলও।

১৪ লক্ষাধিক টাকার

● প্রথম পাতার পর

পাশ্ববর্তী অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই নেশা কারবারি এবং সেবনকারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ফলে, পুলিশি নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এখনও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্বশুরবাড়িতে জামাতার গুলি চালানো নিয়ে চাঞ্চল্য এলাকায়

● প্রথম পাতার পর

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে আসছিল। নির্যাতনের মাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠলে স্ত্রী কয়েকদিন আগে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেন। অভিজিৎ স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে এবং অভিজিতের পিস্তলটি অত্যাধুনিক বলে জানিয়েছে। ঘটনার পর থেকে তেলিয়ামুড়া এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযুক্ত অভিজিতের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

রাজ্য ভিত্তিক যুব সংসদ

● প্রথম পাতার পর

মূলত, সংসদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করা এবং সংসদীয় রীতিনীতি সম্পর্কে যুবদের জ্ঞান বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই অংশ হিসেবে আজ ত্রিপুরায় প্রথম পর্যায়ে বিকশিত ভারত ইয়ুথ পার্লামেন্ট কার্য্যক্রমের সূচনা করা হয়। রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে এই কার্য্যক্রমে অংশ নেয় ৩৮ জন যুব প্রতিযোগী। এরমধ্যে মেয়েদের সংখ্যা অধিক রয়েছে। যা আমাদের সবার জন্য খুশির খবর।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সবসময় যুবদের রাজনীতিতে নিয়ে আসার জন্য গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে যাদের পরিবারে কেউ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তাদের খুঁজে নিয়ে আসতে বলেন তিনি। কারণ তাদের চিন্তাভাবনা অনেকটাই পরিপক্ক থাকে। তাদের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠা রয়েছে। আর অনেক মানুষ রাজনীতিতে আসতে চান না। তাই যুবদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশেরও কল্যাণ হবে। আগামীদিনে দেশের চিন্তাচেতনাও বদলে যাবে। প্রধানমন্ত্রী দেশের আর্থিক বিকাশে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশের সুরক্ষা, আর্থ সামাজিক অবস্থা সহ সবদিক দিয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিশায় কাজ করছেন তিনি। আর যুব প্রজন্মও দেশের সার্বিক বিকাশের জন্য চিন্তাভাবনা করতে পারে।

ডাঃ সাহা বলেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ৭৫ বছর, মৌলিক অধিকার সহ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেও জানতে হবে, আর অন্যদেরও অবগত করতে হবে। দেশের সংবিধানকে প্রকৃত অর্থে জানতে হবে। আমরা ৫ বছরের জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হই। এক দেশ, এক ভোট এর মতো গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সও দেওয়া হয়েছে তাদের। কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভোট হয়ে থাকে। এতে কোড অফ কন্ডাক্ট এর ফলে বিভিন্ন কাজকর্ম থমকে থাকে। এর পাশাপাশি দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই কার্য্যক্রম থেকে ৩ জন প্রতিযোগী নির্বাচিত হবে। তাদের বাছাই করবেন বিচারক মন্ডলি। এই ৩ জন আমাদের রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করবে। আজকের এই কার্য্যক্রমে অংশ নেওয়া প্রতিযোগীদের আমি শুভেচ্ছা জানাই। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাই।

এদিন এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী টিংকু রায়, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় সহ অন্যান্য বিধায়ক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

সিপিএমের সভায় হামলার বিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য মেয়রের

● আটের পাতার পর

প্রচার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

প্রকৃতপক্ষে জয়পুরে সিপিএমের নেতাদের উপর হামলার ঘটনা তাদের দলের আভ্যন্তরীণ কুন্দলের কোন দলের ফসল বলে প্রকাশ্যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন মেয়র।

ডিওয়াইএফআই মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে

● আটের পাতার পর

শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিটুর রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে বলেন রক্তদান হলো একটি সামাজিক দায়িত্ব। সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা মাথায় রেখেই বিভিন্ন গণসংগঠন প্রতিনিয়ত রক্তদান করে যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই রক্তদান সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। শুধু রক্তদান শিবির সংঘটিত করাই নয় কেউ যদি রক্তের সমস্যায় পড়ে তাহলে সংগঠনের তরফ থেকে সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

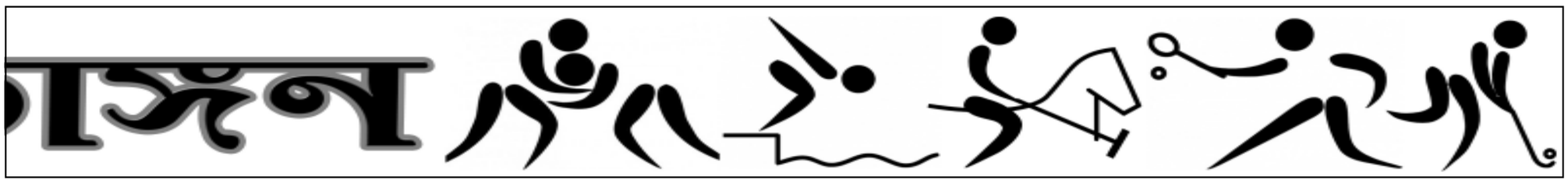

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণমূলক রাজ্য আসর সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ মূলক রাজ্য আসরের। ক্রীড়া প্রতিভাদের প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে আগামী দিনে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা হবে। রাজ্য এবং জাতীয় আসরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আসরেও যেন এই খুদে খেলোয়াররা আগামী দিনে ত্রিপুরার এবং দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারে এই প্রত্যাশা প্রত্যেকের। উমাকান্ত একাডেমির সম্মুখভাগে উমাকান্ত একাডেমী মুক্তমঞ্চে সমাপনী অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জনকারী খেলোয়ারদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। কাবাডি ইভেন্টে বালক বিভাগের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় সিপাহীজলা দল ৬২-৫০ পয়েন্টে উত্তর জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এর আগে সেমিফাইনাল পর্যায়ের খেলায় উত্তর জেলা দল ৫০-৪৩ পয়েন্টে এবং সিপাহী জেলা ৫৯-৩৫ পয়েন্টে পশ্চিম জেলা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করেছিল। বালিকা বিভাগে উত্তর জেলা দল ৫৬-১৮ পয়েন্টে পশ্চিম জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সেমিফাইনাল পর্যায়ের খেলায় পশ্চিম জেলা দল রোমাঞ্চকর ভাবে ৪২-৪১ পয়েন্টে পরাজিত করে এবং উত্তর জেলা দল ৪৭-৪৬ পয়েন্টে সিপাহীজলা দলকে হারিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল। ফুটবল ইভেন্টে বালিকা বিভাগে পশ্চিম জেলা দল টাইব্রেকারে পেনাল্টি শুট আউটে ৩-১ গোলে সিপাহিজলা জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের খেলা গোল শূন্য অবস্থায় সমতা বিরাজ করছিল। ফুটবল বালক বিভাগের চূড়ান্ত খেলায় খোয়াই ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে উত্তর জেলা দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। উমাকান্ত একাডেমির প্রাঙ্গনে খো-খো এবং পশ্চিম নোয়াবাদি স্কুল মাঠে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণের রাজ্য আসরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র শ্রীমতি মনিকা দাস দত্ত, দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ।

ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রক্তদান জীবন দান, এক ফোটা রক্তে একজন মুমূর্ষ রোগীর জীবন ফিরে পাওয়া যায়। রবিবার উমাকান্ত একাডেমী মুক্ত মঞ্চে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রবিবার সকালে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের হাত দিয়ে এই শিবিরের শুভ সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া অধিকর্তা সতীব্রত নাথ, যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ, তিন উপ-অধিকর্তা দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, বিপ্লব কুমার দত্ত, দিলীপ দেবনাথ, সহ অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর, বিশিষ্ট্য চিকিৎসক ভূপপতি রিয়াং সহ অনেকে। ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, দূষিত রক্ত শরীরের পক্ষে ক্ষতি করে, রক্ত সঞ্চলনে ব্যাঘাত ঘটায়। ছয় মাস পর পর ১৮ থেকে ৬০ বছরের পুরুষ বা মহিলারা স্বইচ্ছায় রক্ত দান করতে পারেন। এদিন বেশ কয়েক জন শারীর শিক্ষক, সকারী কোচ ও অন্যান্য যুবকরা মিলে মত ২৭ জন সতস্ফূর্ত ভাবে রক্ত দান করেন। এই রক্ত দুর্ঘটনাগ্রস্ত বা অসুস্থ্য ক্রীড়াবিদদের কল্যানে তাঁদের সুস্থ্যতার জন্য কাজে লাগবে। প্রতিটি জেলায় এই কর্মসূচি গ্রহন করার আবেদন জানিয়েছেন মাননীয় ক্রীড়া মন্ত্রী।সব শেষে রক্তদাতা ও এই শিবিরে সযোগীতাকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন পশ্চিম জেলা ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক শান্তনু সূত্রধর ও পঃ জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সচিব মদন বানিক।

৩৪তম জাতীয় সাব-জুনিয়র কাবাডি টুর্নামেন্ট বিহারে, রাজ্যদলের রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য দলের রওয়ানা। বিহারের উদ্দেশ্যে। জাতীয় আসর বিহারে। এতে অংশ নিতে রাজ্য দলের বাছাইকৃত খেলোয়াররা ক-দিন ন্যাশনাল কোচিং ক্যাম্পে অনুশীলনের পর কোচ ম্যানেজার চারজন সহ ২৮ সদস্যের রাজ্য দল আজ রেলপথে রওনা হয়েছে। কাবাডি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া আয়োজিত ৩৪ তম সাব-জুনিয়র বালক-বালিকা জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ ২৭ মার্চ থেকে বিহারের গয়াস্থিত রসুলপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সেখানকার জি ডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল ক্যাম্পাসে চার দিন ব্যাপী আয়োজিত জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতা চলবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দল অংশ নিতে নির্দিষ্ট বয়স অর্থাৎ অনূর্ধ ১৬ বছরের খেলোয়াড়দের নিয়ে গত রবিবার বেলা ১১ টায় এনএসআরসিসি-রইন্ডোর হল-এ সিলেকশন ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে সকল সাব ডিভিশন, জেলা তথা সারা রাজ্য থেকে সাব-জুনিয়র ক্যাটাগরির ৭২ জন বালক এবং ৫৭ জন বালিকা অংশগ্রহণ করেছিল। সিলেকশন কমিটিতে সুবীর দত্ত, শ্রীমতি চম্পা ঘোষ এবং বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে মোহন মণ্ডল, দৈমন্তী বোড়ো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য দলে বালিকা বিভাগে জুলি মুরাসিং, মান্তু ঘোষ, সোনালী ত্রিপুরা, রেশমি সিংহ, পায়েল দাস, সুকুর মনি ওরাং, পূজা দেব, সোমা শবর, সুতপা মুসার, স্নেহা সিনহা, সোহালী দাস, যমুনা গাড়ো। বালক বিভাগে জয়দীপ শব্দকর, সোহিত দেববর্মা, গৌরব পাল, দয়ামোহন ত্রিপুরা, সাহিল কুমার, সায়ন সরকার, বিশাল মুরাসিং, বিরজু সিংহ, সাগর ঘোষ, আকাশ দেবনাথ, প্রিয়তোষ দাস, রাকেশ ত্রিপুরা। দলের সঙ্গে কোচ এবং ম্যানেজার হিসেবে রয়েছেন বিজয় রবি দাস, বিজয় কৃষ্ণ দাস, শিপ্রা সিংহ এবং সুমিত্রা দাস। বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা কালে রেল স্টেশনে উপস্থিত থেকে অল ত্রিপুরা অ্যামাচার কাবাডি এসোসিয়েশনের সভাপতি লিটন রায়, অল ত্রিপুরা প্লেয়ার ফোরামের জয়েন্ট সেক্রেটারি পঙ্কজ দাস, সদস্য সুবীর দত্ত, ত্রিপুরা কাবাডি পুলিশ টিম এবং সিনিয়র প্লেয়াররা রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। প্রত্যেকেই রাজ্য দলের সাফল্যের বিষয়ে আশা ব্যক্ত করেন।

কোয়ার্টার ফাইনালে আজ ব্লাডমাউথ-শতদল ওপিসি-জেসিসি, সংহতি-স্ফুলিঙ্গ, হার্ভে-কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল (সোমবার)। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তীর স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। আগামীকাল সকাল পৌনে নয়টায় এম বি বি স্টেডিয়ামে শক্তিশালী ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে শতদল সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এবং দুপুর একটায় সংহতি ক্লাব খেলবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের বিরুদ্ধে। এদিকে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল পৌনে নয়টায় ও পি সি খেলবে জে সি সি-র বিরুদ্ধে এবং দুপুর ১ টায় হার্ভে খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে। কোয়ার্টার ফাইনালে ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামবে ব্লাড মাউথ, স্ফুলিঙ্গ, জে সি সি এবং কসমোপলিটন ক্লাব। তবে ফেভারিট দলগুলিকে কড়া চ্যানেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে প্রস্তুত বাকি চার দল। স্থানীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে একমাত্র দল হিসেবে রয়েছে ও পি সি। গ্রুপ লীগে দুরন্ত পারফরমেন্স করে সকলের নজর কেড়ে নিয়েছেন শুভম ঘোষরা। ফলে সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে জে সি সি-কে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে ওই দলটি তা আগাম বলা যায়। ৮ দলের ক্রিকেটাররাই রবিবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

ধর্মনগর পদ্মপুর ক্লাবের উদ্যোগে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ধর্মনগর পদ্মপুর ক্লাব আয়োজিত নৈশকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সম্পন্ন।

প্রতিবছরের মতো এবারও ধর্মনগর পদ্মপুর ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব সদস্য প্রয়াত বিধুভূষণ দেব মেমোরিয়াল পি.পি.এল নৈশকালীন এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ক্লাবের প্রয়াত সদস্য বিধু ভূষণ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাঁদের পরিবারের সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি জনসমুখে তুলে ধরতে শনিবার সন্ধ্যায় পদ্মপুর ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সভাপতি প্রিয়তোষ নাথ, সম্পাদক শ্যামল নাথ, ক্লাব চেয়ারম্যান ঋষিকেশ নাথ, উপদেষ্টা কমিটির সদস্য বাবুল নাথ সহ অন্যান্য ক্লাব সদস্যরা।সভাপতি প্রিয়তোষ নাথ জানান, আগামী ৮ এপ্রিল থেকে ধর্মনগর পদ্মপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের মাঠে এই এইট এ-সাইড নৈশকালীন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হবে।চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫০ হাজার টাকা ও ট্রফি, রানার্স আপ দল পাবে ২৫ হাজার টাকা ও ট্রফি। এছাড়া ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ও ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট পাবে বিশেষ ট্রফি, ম্যান অফ দ্য সিরিজ পাবেন একটি বাইসাইকেল।টুর্নামেন্টের প্রতিটি ম্যাচ সন্ধ্যা ৭টা থেকে শুরু হবে। প্রত্যেক দলকে ম্যাচ শুরুর অন্তত ৩০ মিনিট আগে উপস্থিত থাকতে হবে।আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

খেলায় ব্যবহৃত বল ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিনতে হবে।কোন দল যদি নির্ধারিত জার্সি না আনে, তাহলে ক্লাব থেকে জার্সি ভাড়া পাওয়া যাবে। ক্লাব সম্পাদক শ্যামল নাথ জানান, উত্তর জেলার ঊনকোটি জেলার খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

এছাড়া প্রতি দলে তিনজন বাইরের খেলোয়াড় খেলতে পারবেন। অংশগ্রহণের জন্য এন্টি ফি ২,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।পদ্মপুর ক্লাবের এই উদ্যোগ ক্রীড়ামোদীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট তরুণদের মাঠমুখী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন উদ্যোক্তারা।

আইপিএলে এ বার ফয়সালা না-ও হতে পারে ম্যাচের! কী ভাবে?

শনিবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে আইপিএল। এ বারের প্রতিযোগিতা শুরুর আগে বেশ কিছু নিয়ম চালু হয়েছে। এ দিন আরও একটি নিয়ম প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, আইপিএলের ম্যাচ টাই হতে পারে। অর্থাৎ ফয়সালা না-ও হতে পারে ম্যাচের। দুই দল পেতে পারে একটি করে পয়েন্ট। কী ভাবে?

আইপিএলে সুপার ওভার সংক্রান্ত নিয়মে বদল এনেছে বিসিসিআই। ম্যাচ যদি টাই হয় তা হলে সুপার ওভার হয়। সুপার ওভারও টাই হলে আরও একটি সুপার ওভার হয়। এত দিন নিয়ম ছিল, যত ক্ষণ না ম্যাচের ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে তত ক্ষণ সুপার ওভার চলতেই থাকবে। তা আর হবে না।

বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত ম্যাচ শেষ হওয়ার পর থেকে সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা চলতে পারে সুপার ওভার। যদি তার মধ্যে ফলাফল না পাওয়া যায়, তা হলে ম্যাচটি টাই হিসাবে ঘোষিত হবে। দুই দল একটি করে পয়েন্ট পাবে। বোর্ড জানিয়েছে, মূল ম্যাচ শেষ হওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে প্রথম সুপার ওভার শুরু করতে হবে। দু'দলের সুপার ওভার শেষ হওয়ার পর যদি 'টাই' হয়, তা হলে পরবর্তী সুপার ওভারগুলি শুরু করতে হবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

আরও বলা হয়েছে, যদি কোনও ব্যাটার প্রথম সুপার ওভারে আউট হন, তিনি দ্বিতীয় সুপার ওভারে ব্যাট করতে পারবেন না। পাশাপাশি প্রথম সুপার ওভারে যে বোলার বল করেছেন, তিনি দ্বিতীয় সুপার ওভারে বল করতে পারবেন না।

২০১৯ সাল পর্যন্ত নিয়ম ছিল, মূল ম্যাচ 'টাই' হলে একটিই সুপার ওভার হবে। সুপার ওভার টাই হলে, যে দল বেশি চার-ছয় মেরেছে তারা জিতবে। পরে সেই নিয়মে বদল করে একাধিক সুপার ওভারের নিয়ম চালু হয়। এখন সেই সুপার ওভারের সময়ও বেঁধে দেওয়া হল।

ম্যাচের কোন ওভারে খেলা ঘুরে গেল, হারের পর জানালেন নাইট অধিনায়ক রাহানে

ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচ হারতে হল গত বারের চ্যাম্পিয়নদের। কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচ হারলেন অজিঙ্ক রাহানে। ব্যাটিংয়ের শুরুটা ভাল করলেও কোথায় ঘুরে গেল খেলা? হারের পর জানালেন রাহানে।

প্রথম তিন ওভারে মাত্র ৯ রান হলেও তার পরে রান তোলার গতি বাড়ান রাহানে ও সুনীল নারাইন। রাহানে আগ্রাসী ব্যাটিং করছিলেন। একের পর এক বড় শট মারছিলেন। পেসার, স্পিনার সকলের বলে মারছিলেন। অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ম্যাচে অর্ধশতরানও করেন তিনি। কিন্তু নারাইন ও রাহানে অল্প ব্যবধানে আউট হন। তার পরেই রান তোলার গতি কমে যায়। রাহানেরও মনে হয়েছে সেখানেই খেলা ঘুরে গিয়েছে।

হারের পর কেকেআরের অধিনায়ক বলেন, "১৩ ওভার পর্যন্ত খুব ভাল ব্যাট করছিলাম। কিন্তু তার পর দু'তিনটে উইকেট পড়ে গেল। সেখানে খেলা ঘুরে গেল। পরের ব্যাটারেরা তাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করলেও পারেনি।" প্রথম ১০ ওভারে ১০৭ রান করেছিল কেকেআর। দেখে মনে হচ্ছিল, ২০০ রানের বেশি হবে। কিন্তু তা হয়নি। রাহানেও সেই কথাই বললেন। তিনি বলেন, "যখন আমি আর বেঙ্কটেশ ব্যাট করছিলাম, তখন ২০০-২১০ রান করার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু পর পর কয়েকটা উইকেট পড়ায় রান তোলার গতি কমে যায়। ইডেনে ২০০ রানের বেশি না করলে জেতা যায় না। সেটাই হল।"

কেকেআরের যেখানে সমস্যা হয়েছে, সেখানেই বাজিমাত করেছে বেঙ্গালুরু। কোনও সময় রান তোলার গতি কমতে দেয়নি তারা। পরের দিকে শিশির পড়ায় তাদের কাজ আরও কিছুটা সহজ হয়ে যায়। মাঠে কী পরিমাণ শিশির পড়ছিল তা জানিয়েছেন রাহানে। তিনি বলেন, "সামান্য শিশির পড়ছিল। কিন্তু ওরা পাওয়ার প্লে-তে খুব ভাল ব্যাট করেছে। ওরা জানত লক্ষ্য খুব বড় নয়। তাই কাজটা ওদের পক্ষে সহজ হয়েছে।"

মরসুমের শুরুটা খারাপ হলেও এই ম্যাচ নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবতে চান না রাহানে। এই ম্যাচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে পরের ম্যাচে নামতে চান তিনি। রাহানে বলেন, "সবে আইপিএল শুরু হল। প্রথম ম্যাচ হেরেছি। এই হার নিয়ে খুব বেশি ভাবতে চাই না। তবে হ্যাঁ, কয়েকটা জায়গায় উন্নতি করতে হবে। এই হার থেকে দ্রুত শিক্ষা নিয়ে পরের ম্যাচে নামতে চাই।"

আইপিএলে কেকেআরের পরের ম্যাচ রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে। ২৬ মার্চ, বুধবার গুয়াহাটিতে খেলতে নামবে তারা। এখন দেখার, সেই ম্যাচে তারা জয়ে ফিরতে পারে কি না।

জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে রাজ্য দল এখন দেরাদুনের পথে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দেরাদুন যাচ্ছে ত্রিপুরার জুডোকা-রা। বিশেষ করে ওজন ভিত্তিক ১১ টি ক্যাটেগরিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা জুডোকা-কে নিয়ে গঠিত রাজ্য দল। একজন কোচ-কাম-ম্যানেজার সহ ১২ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা টিম আজ, রবিবার বিকেলে রেলপথে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। জুডো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এবং জুডো এসোসিয়েশন অফ উত্তরাখণ্ডের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২৮ মার্চ থেকে দেরাদুনে শুরু হচ্ছে। চার দিন ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। সম্প্রতি ত্রিপুরা জুড়ে এসোসিয়েশন এবং খেলো ইন্ডিয়া সাই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এর উদ্যোগে আয়োজিত সিলেকশন ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে জুডোকাদের নিয়ে রাজ্য দল হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য দল হলো: রিক্সন দেববর্মা, শুভদীপ চাকমা, রুবেল ত্রিপুরা, পপি ভৌমিক, রেহানা ত্রিপুরা, দেবরী ডার্লং, হেমা দেবী চাকমা, প্রিয়াঙ্কা সাহা, সায়ন দে, ঈমানী দেববর্মা, বনিতা চাকমা। কোচ হিসেবে রয়েছেন রাজকুমার। রাজ্য দলের যাত্রাকালে রেল স্টেশনে উপস্থিত সংস্থা ও সংগঠনের কর্মকর্তা বৃন্দ খেলোয়ারদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং সাফল্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

ইডেনে নতুন শট কোহলির, আইপিএলে স্পিনারদের মাথাব্যথা হয়ে উঠতে পারেন আগ্রাসী বিরাট

বিরাট কোহলির ভান্ডারে নতুন অস্ত্র। আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ দলগুলির বোলারদের মাথাব্যথা হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিলেন কোহলি। নিজের ব্যাটিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবর্তন করেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক। নতুন অস্ত্র যোগ করে কোহলিকে আরও বেশি আগ্রাসী দেখাচ্ছে ২২ গজে। কোহলির পরিবর্তন শনিবার টের পেয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৩৬ বলে অপরাজিত ৫৯ রানের ইনিংস খেলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে সহজ জয় এনে দিয়েছেন কোহলি। তাঁর আগ্রাসন থামাতে পারেননি কেকেআরের বোলারেরা। পরিচিত আগ্রাসী শটগুলির সঙ্গে নতুন একটি শট যোগ করেছেন কোহলি। যাতে তাঁকে স্পিনারদের বিরুদ্ধে আরও বেশি বিপজ্জনক দেখাচ্ছে। কোহলির অন্যতম প্রিয় শট পুল। সাধারণত জোরে বোলারদের বিরুদ্ধেই তাঁকে পুল মারতে দেখা যেত এত দিন। আইপিএলের প্রথম ম্যাচে স্পিনারদের বলেও কয়েকটি পুল মেরেছেন তিনি। যা আগে তাঁর ব্যাটিংয়ে দেখা যায়নি। ইডেনের ২২ গজে বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারাইনদের বলে অনায়াসে পুল মেরেছেন কোহলি। অফ সাইডের বলও টেনে লেগ সাইডের বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়েছেন। ভান্ডারে নতুন এই অস্ত্র যোগ করায় কোহলিকে আরও বিপজ্জনক দেখাচ্ছে আইপিএলে। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও কোহলিকে নতুন এই শট মারতে দেখা যায়নি। কোহলির নতুন শট নজর কেড়েছে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদেরও। আইপিএলের অন্যতম ধারাভাষ্যকার শিখর ধবন বলেছেন, "স্পিনারদের বিরুদ্ধে কোহলিকে এ ভাবে সুইপ বা পুল করতে আমরা আগে তেমন দেখিনি। স্পিনারদের বিরুদ্ধে কোহলি মূলত প্রতি বলে রান নেওয়ার দিকে নজর দিত। মাঝে মাঝে বড় শট খেলত বল বুঝে। এ বার খেলার ধরন বদলে ফেলেছে। কোহলি এ রকম খেললে স্পিনারদের কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে।" ১৭ বছর ধরে চেষ্টা করেও আইপিএল জিততে পারেননি কোহলি। তাঁর বাড়ির ক্যাবিনেটে এই একটি পদক এখনও নেই। এ বার বেঙ্গালুরুকে চ্যাম্পিয়ন করে মরিয়া কোহলি নিজের ব্যাট করার ধরনও বদলে ফেলেছেন। আরও বেশি আগ্রাসী হয়েছেন।

জাতীয় দলে জায়গা ছাড়লেও আইপিএলে নীচে নামতে চাইছেন না সূর্য, কেন এমন সিদ্ধান্ত?

জাতীয় দলে নিজের জায়গা ছেড়েছেন সূর্যকুমার যাদব। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে এখন তিন নম্বরে নামেন তিলক বর্মা। সূর্য নিজে নীচে খেলেন। আইপিএলেও কি সেই ছবি দেখা যাবে? রবিবার আইপিএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। সেই ম্যাচের আগে নিজেদের ব্যাটিং অর্ডার ভাঙলেন না মুম্বইয়ের অধিনায়ক সূর্যকুমার। তবে জানিয়ে দিলেন, ব্যাটিং অর্ডারে নীচে নামতে চাইছেন না তিনি।

হার্দিক প্রথম ম্যাচ নির্বাসিত থাকায় সূর্য মুম্বইয়ের অধিনায়কত্ব করবেন। সেই ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, জাতীয় দলের মতো এখানেও কি তিলককে নিজের জায়গা ছেড়ে দেবেন? জবাবে সূর্য বলেন, "এই মরসুমে আমাদের ব্যাটিং অর্ডারে কারও নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে না। আমি তিন নম্বরে নামতে পারি, আবার পাঁচ নম্বরেও ব্যাট করতে পারি। তিলকও তিন নম্বরে ব্যাট করতে পারে। যখন যাকে প্রয়োজন পড়বে তখন তাকে খেলানো হবে। তবে এ বার খুব বেশি নীচে নামতে চাইছি না। বড় রান করতে হবে। তার জন্য আমার ফর্মে থাকা প্রয়োজন।"

তবে তিনি যেখানেই খেলতে নামুন, খেলার ধরন একই রাখবেন বলে জানিয়েছেন সূর্য। মুম্বইয়ের অধিনায়ক বলেন, "টপ অর্ডারে প্রভাব ফেলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিলক সেই কাজটা জাতীয় দলে খুব ভাল করেছে।

আমিও আইপিএলে সেই কাজটা করতে চাই। আমার কাছে ব্যাটিং অর্ডার গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিন, চার বা পাঁচ, যেখানেই নামি, নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলব। প্রথম বল থেকে বড় শট মারার চেষ্টা করব। যা সুযোগ পাব সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। আসল লক্ষ্য দলকে জেতানো। তার জন্য যেটা করা যায় করব।"

এখনও চোট পুরোপুরি সারেনি জসপ্রীত বুমরাহের। ফলে প্রথম তিনটি ম্যাচে তাঁকে পাবে না মুম্বই। বুমরাহ না থাকায় তাঁদের কিছুটা সমস্যা হবে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন সূর্য। তবে যে বিকল্প তাঁদের কাছে আছে তা দিয়েই কাজ চালাতে চান মুম্বইয়ের অধিনায়ক। তিনি বলেন, "বুমরাহের জুতোয় পা গলানো মুশকিল। ওর অভাব পূরণ করতে পারব না। তবে বাকি যারা আছে তাদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে। আশা করছি, বাকিরা বুমরাহের অভাব ভরাট করার জন্য নিজেদের ১০০ শতাংশের বেশি দেওয়ার চেষ্টা করবে।"

প্রথম ম্যাচেই কঠিন প্রতিপক্ষ। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ম্যাচ বলা হয় চেন্নাই বনাম মুম্বইকে। গত কয়েক বছর ভাল খেলতে পারেনি মুম্বই। এ বার সেই ছবিটা বদলাতে চান সূর্য। তিনি বলেন, "জানি চেন্নাইকে হারানো সহজ নয়। ওরা কঠিন দল। তার উপর চেন্নাইয়ের মাঠে খেলা। তবে এ বার আমাদের দলও খুব ভাল। নতুন কিছু ভাল ক্রিকেটার এসেছে। আমরা চেষ্টা করব ভাল খেলার। এ বার জিতে শুরুটা করতে চাইছি। সেই লক্ষ্যেই রবিবার খেলতে নামব।"

মহিলা শক্তি সমাবেশ

নারী শক্তির ক্ষমতায়ন নিয়ে সরব মোর্চার সভানেত্রী মিমি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। বিজেপি দল অন্তোদয়দের নিয়ে চিন্তা করে। এই অন্তোদয় ব্যক্তির কাছে সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে নারীই সক্ষম। বুথে বুথে যে দিদিরা যে আছেন তারাই এই কাজ করতে পারবেন। মহিলা শক্তি সমাবেশে এই কথাগুলি বলেন মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী মিমি মজুমদার।

তিনি আরো বলেন, আবাস যোজনা থেকে শুরু করে জনকল্যাণমুখী কাজ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে তারাই পারবে। বর্তমানে ত্রিপুরাতে ৯৩ শতাংশ লাখপতি দিদি আছে। ৫৬ হাজার স্বসহায়ক দল আছে। মহিলা ক্ষমতায়ন হচ্ছে। নারী জাগরণ হচ্ছে। সব কিছু সম্ভব হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জীর কারনে তার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী মিমি মজুমদার।

রবিবার দুপুরে মহিলা শক্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ৩৭ ঋষ্যমুখ মন্ডলের ঋষ্যমুখ সংহতি কমিউনিটি হলে। সমাবেশে যোগ দিয়ে নারী শক্তির ক্ষমতায়নের কথা তুলে ধরে মহিলা মোর্চাকে উজ্জীবিত করেন রাজ্য সভানেত্রী। ঋষ্যমুখ মন্ডল মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত নারী শক্তি সমাবেশে রাজ্য সভানেত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ডল মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বকুল দেবি, বিজেপি জেলা সভাপতি দীপায়ন চৌধুরী, মন্ডল সভাপতি নকুল পাল সহ অন্যান্য নেত্রীরা।

দক্ষিণ জয়নগরে ১৬ টি মার্কেটস্টল নির্মাণের ভূমিপূজন সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত দক্ষিণ জয়নগরে ১৬ টি মার্কেট স্টল তৈরি করার জন্য আজ ভূমি পূজন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার সহ অন্যান্য কর্পোরেটররা উপস্থিত ছিলেন। ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৬ টি দোকান ঘর তৈরি করা হবে। ৩৪ নং ওয়ার্ড অন্তর্গত দক্ষিণ জয় নগরে আজ এই প্রকল্পের ভূমি পূজন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার ,৩৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর নিতু গুহ দে ,কর্পোরেটর নিবাস দাস, কর্পোরেটর মনোজ কান্তি দেব রায় সহ অন্যান্যরা।

ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এখানে একটি ছোটখাটো বাজার তৈরি করার। সে অনুযায়ী আগরতলা পুরনিগম স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে এখানে ১৬ টি স্টল তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে এলাকার বেশ কিছু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে এবং এলাকার মানুষজন যাতে হাতের কাছেই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পান সেই সুযোগ তৈরি হবে। মেয়র আরো বলেন, আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন স্থানে রাস্তাঘাট সংস্কার, ড্রেন নির্মাণ, আলোর ব্যবস্থা করা সহ নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ার পালপাড়ায় নির্মিত ফুট ব্রিজ পরিদর্শনে বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন, পৌর পরিষদ এলাকার দুই নম্বর ওয়ার্ডের পাল পাড়া এলাকায় নির্মিত হচ্ছে ফুট ব্রিজ। আজ এই ব্রিজের কাজ পরিদর্শনে গেছেন এলাকার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণ হওয়ায় খুশির আবহ গোটা এলাকায়। ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা বিধায়িকাকে। এ ফুট ব্রিজের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। তবে দীর্ঘ বাম আমল পেরিয়ে বর্তমান বিজেপি আমলে এই ব্রিজের নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে। এর ফলে ভোগান্তি কমবে এলাকার জনগণের।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে, তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন, পৌর পরিষদ এলাকার দুই নম্বর ওয়ার্ডের পাল পাড়া বসবাসকারীদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বিশেষ করে বর্ষাকালে তো রাতে ঘুম হওয়াটাই ছিল যেন অস্বাভাবিক। কারণটি ছিল পাশেই খোয়াই নদী। বর্ষাকালে খোয়াই নদীর জল উচ্ছ্বাসে পার ভাঙতে ভাঙতে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যেন পালপাড়াটিই নদী গর্বে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সেই সময় রাজ্যে সিপিএমের নেতৃত্বে দিন বামফ্রন্ট সরকার। পালপাড়ার অধিকাংশ মানুষই সেই সময় সিপিএম এর সমর্থক ছিল। সম্মিলিতভাবে দাবি উঠেছিল বোল্ডার দিয়ে নদীর পার বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য।

দাবিটি দীর্ঘদিন ধরে করে এসেছিল। গুরুত্ব দেয়নি সিপিএম নেতৃবৃন্দরা। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সেই সময়ে স্থানীয় ওয়ার্ড বাসিরা তেলিয়ামুড়া - খোয়াই সড়ক অবরোধ করে। তৎকালীন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি অশোক পাল অবরোধকারীদের ব্যাপক লাঠিপেটা করে। ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসীরা ঐদিন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। আহত হয়েছিলেন স্বয়ং ওসি অশোক পাল। তারপরেও দুই নম্বর ওয়ার্ডবাসীদের মূল দাবিটি পূরণ হয়নি দীর্ঘদিন। ২০১৮ সালে বিজেপি শাসন ক্ষমতায় আসার পর তেলিয়ামুড়ার পৌরপরিষদ এলাকার দুই নম্বর ওয়ার্ড বাসীদের নিকট বিজেপি সরকার যেন কল্পতরু। গত ৭ বছরে এই এলাকার মানুষদের প্রতিটি দাবির প্রতি এলাকার বিধায়িকা সহমত পোষণ করেন এবং দাবিগুলোও পূরণ করে দিয়েছেন। নদী ভাঙ্গন রোধে বোল্ডার দিয়ে পার বাধিয়ে দেওয়াতে পুরো পালপাড়াটি সুরক্ষিত। আগের মত আর বর্ষাকালে রাত জেগে থাকতে হয় না।

দীর্ঘদিনের এই দাবিটি পূরণ হওয়ার পর এই এলাকার মানুষেরা বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় এর কাছে দাবী করেছিলেন , পালপাড়া এবং আনন্দমার্গ স্কুলের দিকে খোয়াই নদীর পার্শ্ববর্তী ছড়া তে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য। স্থানীয় বাসীদের এই দাবিটি প্রতি ও বিধায়িকা শ্রীমতি রায় সহমত পোষণ করেন এবং ফুট ব্রিজ নির্মাণ করার উদ্যোগ নেন। এক কোটি টাকা ব্যায়ে খোয়াই নদীর পার্শ্ববর্তী ছড়াতে ফুট ব্রিজের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

এই ফুট নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেলে শুধুমাত্র দুই নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়াই না, তার পার্শ্ববর্তী এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিই না, ইচার বিল, তৃষাবাড়ি মোহরছড়া এলাকার মানুষদেরও তেলিয়ামুড়া বাজারের সাথে তিন কিলোমিটার দূরত্ব কমে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় তেলিয়ামুরা পৌর পরিষদ এলাকার দুই নম্বর ওয়ার্ডবাসীদের কাছে বিজেপি সরকার যেন কল্পতরু। রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় তেলিয়ামুড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান কাউন্সিলর নীতিন কুমার সাহা, মন্ডল সভাপতি অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, মন্ডল নেতৃত্ব নন্দন রায় দের সঙ্গে নিয়ে দুই নম্বর ওয়ার্ড এবং পালপাড়া এলাকাতে আজ নির্মীয়মান ফুট ব্রিজের কাজের অগ্রগতির খবরাখবর নেন। স্থানীয় ওয়ার্ড বাসিরা বিধায়ি কাকে ফুড ব্রিজ নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।

পরস্ত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ মার্চ।। পরস্ত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়ে উত্তেজিত জনতার হাতে আটক এক যুবক। বক্সনগর বিধানসভার অন্তর্গত কলমচৌড়াস্থিত করল্লাটিলা এলাকায় এক বিবাহিত নারীর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়েন রবিউল হোসেন নামে এক যুবক। অভিযোগ তিনি জায়েদ মিয়ার স্ত্রী জেসমিনের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলে ছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। উত্তেজিত জনতা তাকে শারীরিকভাবে উত্তম মধ্যম দেয় এবং পরবর্তী সময়ে উভয়েকে কলমচৌড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

পাহাড়ে জনজাতিদের আর্থিক ও খাদ্য সংকট দূরীকরণে প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক ধরে ১৮ মুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আঠারো মুড়া এডিসি ভিলেজের ৪৭ মাইল স্থিত পিজেপি কলোনী এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি মানুষজনেরা বর্তমানে নানা অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছেন। ওই এলাকায় প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি পরিবার বসবাস করছে, যাদের অধিকাংশই জীবনযাপন করতে সংগ্রাম করছে।

প্রধানত জুম চাষ ও বনের লতা পাতা বিক্রির মাধ্যমে ওই এলাকার বাসিন্দারা রোজগার করতেন, তবে বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারই জীবনযাপন নির্বাহে ব্যর্থ হয়ে বিকল্প রোজগারের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। বিগত সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ওই এলাকায় গিরিবাসীদের এনে পিজেপি কলোনি তৈরি করা হলেও, বর্তমানে ওই এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনেরা প্রতিনিয়তই জীবনযুদ্ধে লিপ্ত।

বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও ওই এলাকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা সচ্ছল করার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। খাদ্য সংকট ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য একাংশ মানুষ প্রশাসনিক বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হচ্ছেন। তারা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের রাস্তার পাশে থাকা ইট সংগ্রহ করছে এবং মাটির নিচ থেকে প্রচুর ইট বের করে চিপস তৈরি করে বিক্রি করছে। তাদের দাবি, জীবিকার জন্য এ ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

অন্যদিকে, সরকারি ইট মাটি কুড়ে তুলে প্রকাশ্যে বিক্রি করা হলেও প্রশাসনিক কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া নিয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। সড়কের দুই প্রান্তের বহু স্থানে রাস্তা ভেঙ্গে গিয়েছে এবং বর্ষাকালে আরো বড় বিপদ আসতে পারে, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন একাংশ জনসাধারণ।

এদিকে, ওই এলাকায় নির্বাচিত উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ও স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ইএম কমল কলই বিজয়ী হলেও, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তারা স্থানীয় জনজাতি মানুষের সমস্যার প্রতি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না।

এখন দেখার বিষয়, বর্তমান প্রশাসন কীভাবে ওই এলাকার খাদ্য সংকট দূরীকরণে পদক্ষেপ নেবে এবং স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা উন্নয়নে কী উদ্যোগ নেবে।

সোনামুড়ায় এক ইফতার সমাবেশে অংশ গ্রহন করলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ মার্চ।। রবিবার সোনামুড়ায় এক ইফতার সমাবেশে অংশ গ্রহন করলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। রবিবার সোনামুড়া মহাকুমার সীমান্তবর্তী গ্রাম সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিংগার পার জামে মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে যুব সমাজের উদ্যোগে এক ইফতার সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত হয়ে সকল ধর্মাবলম্বীদের অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইফতারে অংশ নেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। ইফতার সমাবেশে উপস্থিত সকল ধর্মাবলম্বীদের রমজান মাস উপলক্ষে রোজা পালনের জন্য শুভেচ্ছা জানান মন্ত্রী এবং পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনা করে আল্লাহর নিকট দোয়া প্রার্থনা করার অনুরোধ জানান মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া, বিজেপি সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণ অংশের সভাপতি উত্তম দাস, সোনামুড়া মন্ডল সভাপতি শুভ্রজিৎ দাস, সম্পাদক জলিল মিয়া সহ মন্ডল এবং জেলা স্তরের সংখ্যালঘু নেতৃত্বরা। অনুষ্ঠান শেষে মন্ডল এবং জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু মন্ত্রী কে শুভেচ্ছা ও জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর উপস্থিতির জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান সিংগার পার যুব সমাজের পক্ষ থেকে জলিল মিয়া। প্রায় ৩০০০ রোজধারীরা সেখানে উপস্থিত হন বলে জানান তিনি।

বিলোনিয়া ভিন্নরাজ্যের শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। গাছ কাটার মেশিন দিয়ে কাটা পড়ে মৃত্যু এক বহি রাজ্যের শ্রমিকের। ঘটনা বিলোনিয়া মহকুমার অভয়নগর শীল কলোনি এলাকায়। মৃত যুবকের নাম মহিম বসুমতারি (৩০)।

ওই যুবকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, মৃতের বাড়ি আসামে। কিন্তু মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে, খুনের সম্ভাবনা বলে এলাকাবাসীর মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে এর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ওই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়রা জানান, নিহত যুবক গত কয়েক দিন ধরে গ্রামে আসেন এবং তার আচরণ কিছুটা সন্দেহজনক ছিল। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে তদন্ত করছে।

এদিকে, মৃত যুবকের পরিবারের সদস্যরা আসতে শুরু করেছেন এবং তারা আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য পুলিশি তদন্তের উপর নির্ভর করছেন। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সঠিক তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়।

সিপিএমের সভায় হামলার বিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। আগরতলা শহর সংলগ্ন জয়পুরে শনিবার সিপিএমের নেতাকর্মীদের উপর হামলার ঘটনাকে তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা এলাকার বিধায়ক দীপক মজুমদার।

সিপিআইএম দল ক্ষমতা হারানোর পর থেকে তাদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম থেকে চরমতর আকার ধারণ করেছে। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে শনিবার জয়পুর এলাকায়। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই তারা বিজেপির সরকার এবং বিজেপি দলের বিরুদ্ধে এ ধরনের কথা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে শহীদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী শহীদ ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর ৯৫ তম শহিদান দিবস উপলক্ষে চারটি বাম ছাত্র যুব সংগঠন শহীদদের স্মরণে তাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছে।

আজ সিটি সেন্টারের সামনে শহীদদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ডিওয়াইএফআই, টিওয়াইএফ, এসএফআই ও টিএসইউ। তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দে, রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ ব্রিটিশ সরকার শহীদ ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসি দেয়। তাদের এই আত্মবলিদানের দিনটি ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত।

ডিওয়াইএফআই মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। হরিজন কলোনী এলাকায় শহীদ ভগৎ সিং সুখদেব রাজগুরুদের শহীদান দিবস উপলক্ষে ডিওয়াইএফআই মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে রবিবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

ডিওয়াইএফআই মধ্য বনমালীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে হরিজন কলোনী এলাকায় শহীদ ভগৎ সিং সুখদেব রাজগুরুদের শহীদান দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিটু রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, সর্বভারতীয় সিটু সম্পাদক সুদীপ দত্ত সহ সদর সিপিআইএম সম্পাদক অমল চক্রবর্তী। এদিন রক্তদান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে এমডিএস কোর্সের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ মার্চ।। আগরতলা গভর্নমেন্ট (সরকারি) ডেন্টাল কলেজে মাস্টার অফ ডেন্টাল সার্জারি (এমডিএস) কোর্স শুরু করার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুমোদন দিয়েছে ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিআই)।

রবিবার আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে ওয়ার্ল ওরাল হেলথ ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য শাখার যৌথ উদ্যোগে এই দিনটি উদযাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রী হলেও ডেন্টাল সার্জন হিসেবে আমার পেশাকে ভুলে যাই নি। আমাদের অবশ্যই রোগীদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। একটা সময় স্বাস্থ্য দপ্তরের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল, তবে এখন এক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আমরা কখনো রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের কথা ভাবতে পারি নি। আমি এবিষয়ে ২০১৮ সালের আগে পূর্ববর্তী সরকারের সময় অনেক চেষ্টা করেছি। যদিও তারা এরজন্য কোন সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। কারণ আমি তাদের অধীনে ছিলাম না। আমি রাজ্যে একটি ডেন্টাল কলেজ খোলার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং এখন আমরা একটি সরকারি ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আর দন্ত চিকিৎসায় পুরনো শৈলীর জমানা শেষ হয়েছে। এখন আমরা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের অবশ্যই সমস্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং রোগীদের সর্বোত্তম চিকিৎসা প্রদানের বন্দোবস্ত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, গুটকা ও তামাক জাতীয় নেশাদ্রব্য সেবনের কারণে উত্তর -পূর্বে মুখের ক্যান্সার রোগীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, আমার মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে রোগীরা আসেন তাদের অধিকাংশ ক্যান্সার রোগী। আমরা ডেন্টাল ট্রিটমেন্টের জন্য একটি মোবাইল ভ্যানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়েছি। ডেন্টাল পরিকাঠামোর জন্য পিএম ডিভাইন প্রকল্পের অধীনে ২০০ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমরা ডেন্টাল কলেজে এমডিএস কোর্সের জন্যও পরিকল্পনা নিয়েছি। ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এরজন্য ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিয়েছে। আমরা এর আসন সংখ্যাও বাড়িয়েছি এবং অবশ্যই একটি সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যে আমরা সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু করেছি। কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট এর জন্যও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগী, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রফেসর ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা, ত্রিপুরা স্টেট ডেন্টাল কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ এস এম আলি, ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য শাখার সভাপতি ডাঃ পার্থ রায় চৌধুরী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ।

তেলিয়ামুড়ায় মহা ধুমধামে বসন্ত উৎসব পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ মার্চ।। 'রঙের আঙিনায় রাঙিয়ে গেল তেলিয়ামুড়া শহর' এমনই এক দৃশ্য পরিলক্ষিত হল তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দফতর এবং তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বসন্ত উৎসবে।

রবিবার এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া বড়মুড়া কাফেটেরিয়ায় তেলিয়ামুড়ার অগনিত সাংস্কৃতিক জগতের শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোক উজ্জল রঙের উৎসব।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্যসচেতক তথা তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যানী সাহা রায়, পৌর পরিষদের পৌরপিতা রূপক সরকার, খোয়াই জেলা পরিষদের সহ- সভাধিপতি সত্যেন্দ্র দাস সহ বিশিষ্ট সমাজসেবী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূএধর, বিশিষ্ট কবি মনোরঞ্জন গোপ, তেলিয়ামুড়া প্রাক্তন পৌরপিতা ও কাউন্সিলর নিতীন কুমার সাহা, পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায় সহ অন্যান্যরা।

এই দিনের অনুষ্ঠানে বিধায়িকা কল্যানী সাহা রায় বলেন, আগামীদিনে তেলিয়ামুড়া শহর এলাকায় তেলিয়ামুড়া জনসাধারণের আনন্দের কথা চিন্তা করে আগামী দিনেও এই অনুষ্ঠান চলতে থাকবে এবং প্রথমবারের মতো এই অনুষ্ঠানে ভালো সাড়া পেয়েছে। এবং তিনি গোটা রাজ্যে অগনিত জনগন কে বসন্তের আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas